বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>222 >>12 Joystha 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২২২ >> << ১২ই, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

ইরান নতুন একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছে

তেহরান ঃ বৃহস্পতিবার ইরান নতুন একটি তরল জ্বালানি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উন্মোচন করেছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রটির পাল্লা দেড় হাজার কিলোগ্রাম ওয়ারহেডসহ দুই হাজার কিলোমিটার। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে, এটি ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ। ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোহাম্মদ রেজা আশতিয়ানি বলেছেন, ক্ষেপণাস্ত্রটি অল্প সময়ের মধ্যে উৎক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত করা যেতে পারে।

বাজার দর

SENSEX : 62501.69 +629.07
NIFTY : 18499.35 +178.20

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
35.00 °c	21.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.28 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.03 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

জাপানে বন্দুক ও ছুরির হামলায় দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ নিহত ৩ জন

টোকিও ঃ জাপানের মধ্যাঞ্চলের নাগানো প্রদেশের পুলিশ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, ছুরি ও বন্দুক হামলায় দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ তিনজন নিহত এবং চতুর্থ ব্যক্তি আহত হয়েছেন। সন্দেহভাজন ঐ হামলাকারী নাকানো শহরের একটি ভবনে লুকিয়ে ছিল। টোকিও থেকে প্রায় ২৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে নাকানো শহরে স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ২৫ মিনিটের দিকে ছুরিকাঘাতের খবর পেয়ে পুলিশ সাড়া দেয়। এক প্রত্যক্ষদর্শী জাপানি সম্প্রচার মাধ্যম এনএইচকেকে বলেন, তিনি ছদ্মবেশে নারীর পোশাক পরে একজন পুরুষকে পালাতে দেখেছেন। তিনি বলেন, ওই নারী পড়ে যান এবং লোকটি তাকে ছুরিকাঘাত করে। পুলিশ জানিয়েছে, তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর হামলাকারী গুলি চালায় এবং দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে আঘাত করে। স্থানীয় একটিহাসপাতালে পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঐ নারী ও দুই কর্মকর্তা মারা যান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তি ক্যাপ ও সানগ্লাস পরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে পাশের একটি ভবনে লুকিয়ে পড়ে। পরেভবনের আশেপাশে গোলাগুলির খবর পাওয়া যায়। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, চতুর্থ ব্যক্তি আহত হয়েছেন তবে তার অবস্থা জানা জানা যায়নি। বাসিন্দাদের জরুরি কারণ ছাড়া বাড়ি থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং এখনও স্থানীয় স্কুলগুলিতে শিশুদের রাখা হয়েছে। এনএইচকের তোলা ভিডিওর এবং ঘটনাস্থল থেকে তোলা ছবিতে পুলিশদের ঢাল নিয়ে টহল দিতে দেখা যাচ্ছে।

পুটিনের সঙ্গে আলোচনার অপেক্ষায় শলৎস

বার্লিন ঃ জার্মান চ্যান্সেলর শলৎস আবার রুশ প্রেসিডেন্ট পুটিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চলেছেন। বেলারুশের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, সে দেশে রাশিয়ার পরমাণু অস্ত্র মোতায়েন করা হচ্ছে।

গত বছর রাশিয়া ইউক্রেনের উপর হামলা চালানোর ঠিক আগে পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্বের একাধিক নেতা বারবার মস্কোয় গিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের সঙ্গে আলোচনা করেন। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসও পুটিনকে এমন হামলার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেন। যুদ্ধ শুরু হবার পর তিনি বা অন্যান্য নেতারা আর মস্কোয় যাননি। তবে টেলিফোনে পুটিনের সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে গেছেন শলৎস ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ। শলৎস গত ডিসেম্বর মাসে শেষবার পুটিনের সঙ্গে কথা বলেছেন। জার্মানির এক সংবাদপত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি আবার রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার পূর্বাভাস দিয়েছেন। ডিসেম্বর মাসের শুরুতে পুটিনের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টার আলোচনায় শলৎস আবার ইউক্রেন থেকে রাশিয়ার সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে পুটিন পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে 'ধ্বংসাত্মক নীতি' অনুসরণ করার অভিযোগ করেন। তারপর থেকে বার্লিন ও মস্কোর মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে গেছে। কোলোন শহরের 'ক্যোলনার স্টাট-আনসাইগার' সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শলৎস ইউক্রেনের প্রতি লাগাতার সমর্থন ও সহায়তার অঙ্গীকার করলেও ন্যাটো ও রাশিয়ার মধ্যে সরাসরি সংঘাত এড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। সে ক্ষেত্রে একক সিদ্ধান্তের বদলে বন্ধু ও সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে নিবিড় সমন্বয়ের প্রয়োজনও তুলে ধরেন তিনি। রাশিয়ার অধিকৃত এলাকার সীমান্ত মেনে নিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে 'শীতল শান্তি'র সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন জার্মান চ্যান্সেলর।

এদিকে শুক্রবার ভোরেও ইউক্রেনের সামরিক কর্তৃপক্ষ রাজধানী কিয়েভের উপর রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বাড়তি বিপদের আশঙ্কা করেছে। তবে গোটা অঞ্চলে এয়ার ডিফেন্স প্রণালীগুলি ঠিকমতো কাজ করছে বলে জানানো হয়েছে। ভিয়েতনাম সফররত রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ বলেছেন, ইউক্রেন সংকট বহুদিন ধরে চলবে। এমনকি কয়েক দশক পরেও হয়তো সংকটের অবসান হবে না।

ইউক্রেন তথা পশ্চিমা বিশ্বের উপর চাপ বজায় রাখতে রাশিয়া প্রতিবেশী দেশ বেলারুশে 'ট্যাকটিকাল' পরমাণু অস্ত্র মোতায়েনের কাজ শুরু করেছে বলে দাবি করেছেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার লুকাশেংকো। তিনি অবশ্য অস্ত্রের সংখ্যা ও স্থান জানাতে প্রস্তুত নন। পোল্যান্ডের সীমান্তে এমন অস্ত্র মোতায়েন করা হতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথাও আগে শোনা গিয়েছিল। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, রাশিয়ার সঙ্গে আবার বন্দি বিনিময় করে ১০৬ জন ইউক্রেনীয় সৈন্যকে দেশে ফেরানো হয়েছে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নিখোঁজ ছিলেন। মূলত বাখমুতঅঞ্চলেই লড়াইয়ের সময়ে রাশিয়া তাদের আটক করে। বাখমুতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান এখনো চলছে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা মিখাইলো পোদোলিয়াক। ইটালির এক টেলিভিশন চ্যানেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি আবার রাশিয়ার ভূখণ্ডের উপর ইউক্রেনের হামলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন। পশ্চিমা বিশ্বের সরবরাহ করা অস্ত্র কাজে লাগিয়ে শুধুমাত্র ইউক্রেনের অধিকৃত ভূখণ্ড থেকে রুশ সৈন্যদের তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলছে বলে তিনি জানান। এফ ১৬ যুদ্ধবিমান হাতে পেলে অবশেষে ইউক্রেনের আকাশসীমা বন্ধ করা সম্ভব হবে বলে পোদোলিয়াক আশা প্রকাশ করেন।

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান আগাম নির্বাচনের দাবিতে এখন নমনীয়

ইসলামাবাদ ঃ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান আগাম নির্বাচনের জন্য এক বছর ধরে যে দাবি করে আসছেন সে বিষয়ে তিনি বুধবার নমনীয় হয়েছেন এবং বলেছেন যে তিনি দেশের দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটাতে সরকারের সাথে আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করছেন। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সরকার যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এবং অর্থ সংকটে থাকা পাকিস্তানের মধ্যে থমকে থাকা আলোচনার মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমিত করতে সহায়তা করতে পারে। পাকিস্তান বর্তমানে খেলাপি ঋণ এড়ানোর চেষ্টা করছে। নিজের দলের ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া এক ভাষণে ইমরান খান বলেন, তারা যদি কমিটিকে বলে যে তাদের কাছে এর একটি সমাধান রয়েছে এবং আমাকে ছাড়া দেশ আরও ভালভাবে পরিচালনা করতে পারবে অথবা যদি তারা কমিটিকে বলে যে অক্টোবর মাসে নির্বাচন হলে তা পাকিস্তানের জন্য উপকার হবে তবে আমি পিছু হটবো বুধবার, ৭০ বছর বয়সী সাবেক ক্রিকেট তারকা থেকে ইসলামপন্থী রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা ইমরান খান এই বিরল প্রস্তাবটি দেন যখন দেশটিরসরকারি সম্পত্তি ও সামরিক স্থাপনায় হামলার অভিযোগে শেহবাজ শরিফের সরকার ইমরান খানের সমর্থকদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন চালাচ্ছে । সংসদ সদস্য না হয়েও খান সরকারের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। গত বছর শেহবাজ শরিফের নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলগুলোর একটি জোট অনাস্থা ভোটে ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তারপর থেকে তিনি নতুন করে নির্বাচনের জন্য আহ্বান জানিয়ে আসছেন। কোনো প্রমাণ ছাড়াই তিনি অভিযোগকরেন, শেহবাজ শরিফ, যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী তাকে পদ থেকে অপসারণের ষড়যন্ত্র করেছিল। খান পরে অবশ্য বলেন যেতাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পিছনে কেবলপাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এবং শরিফ রয়েছে। চলতি মাসের শুরুতে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরোর কর্মকর্তারা ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করার পর তার দলের হাজার হাজার সমর্থক সহিংস বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

দক্ষিণ কোরিয়া,যুক্তরাষ্ট্র সর্ববৃহৎ লাইভফায়ার মহড়া করেছে

সিউল ঃ দক্ষিণ কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী বৃহস্পতিবার উত্তর কোরিয়ার সম্ভাব্য পূর্ণ মাত্রার আক্রমণের অনুকরণে লাইভ ফায়ার অনুশীলন শুরু করেছে। তারা বলেছে, এটি উত্তর কোরিয়ার হুমকির বিরুদ্ধে তাদের অপ্রতিরোধ্য সামরিক সক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য এই ধরনের সবচেয়ে বড় মহড়া। হাউইটজার কামানগুলি উত্তর কোরিয়ার সাথে সুরক্ষিত সীমান্তের কাছে পোচিওনের একটি পাহাড়ে গুলি চালায়। যুদ্ধ ট্যাংকগুলো কৌশলে লক্ষ্যবস্তুতে গুলি চালায় ফলে উপত্যকা জুড়ে ধোঁয়া, ধুলো এবং শকওয়েভ তৈরি হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় আড়াই হাজার সেনা মহড়ায় অংশ নিয়েছিল। এরকম মহড়া এখন থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত আরও চারবার অনুষ্ঠিত হবে। গত সপ্তাহে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট কিম জং উন উত্তর কোরিয়ার প্রথম সামরিক গুপ্তচর উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতির অনুমোদন দিয়েছেন। কিম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার হুমকি মোকাবিলা করা প্রয়োজন। বিশ্লেষকরা বলছেন, স্যাটেলাইটটি উত্তর কোরিয়ার নজরদারি ক্ষমতাকে উন্নত করবে, এটি যুদ্ধের ক্ষেত্রে আরও নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানতে সক্ষম হবে। কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের কারণে অনেক মহড়া পিছিয়ে যাওয়ার পরে যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বাহিনী সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মহড়া চালাচ্ছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বি-ওয়ান বি বোমারু বিমান এবং সমুদ্র মহড়াও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উত্তর কোরিয়া মহড়ার প্রতি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। তারা এই মহড়াকে আক্রমণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বাহিনীর প্রস্তুতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

অনুষ্ঠান

কংগ্রেসের মনোভাব নেতিবাচক

মহানগরে অনুষ্ঠিত নিযুক্তি সমারোহে কংগ্রেসের সমালোচনায় মুখর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্য সরকারের অধীনে নিযুক্তি পাওয়া ৪৪৭০৩ জন যুবকযুবতীদের নিযোগেপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অনুষ্ঠানে দেওয়া নিজের ভাষনের শেষের দিকে কংগ্রেসের ব্যাপক সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন তিনি। বিশেষ করে আগামী ২৮ মে আযোজিত নতুন পার্লামেন্ট ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান কংগ্রেসের বয়কটের সিদ্ধান্তের ব্যাপক সমালোচনা করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত বৃহস্পতিবার মহানগরের খানাপাড়ার পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ময়দানে মোট ৪৪৭০৩ জনকে নিযোগেপত্র তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠান নিযুক্তি সমারোহের আযোজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথী হিসেবে অংশগ্রহণ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন কেন্দ্র এবং রাজ্যে বিজেপি সরকার ব্যাপকভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে। পরিকাঠামো উন্নয়নসহ উত্তর-পূর্বের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাজেটে তিনশ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌ চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর উন্নতি এবং প্রগতির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সেসঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও সুদৃঢ় হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের আমলে এইসব কিছুই ছিল না। কংগ্রেসের শুধু নেতিবাচক চিন্তাধারা এবং ভাবমূর্তি ছিল বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন আগামী ২৮ মে নতুন পার্লামেন্ট ভবন উদ্বোধন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু কংগ্রেস এক্ষেত্রেও রাজনীতি শুরু করেছে। এই অনুষ্ঠান কংগ্রেস বয়কট করবে বলে ঘোষণা করেছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন কংগ্রেস এটা বহিস্কার করলেও কোন কিছু যায় আসে না। তবে ছত্রিশগড়, ঝাড়খন্ড মনিপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ইত্যাদি রাজ্যে নতুন বিধানসভা ভবন ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন কিংবা উদ্বোধনের বিভিন্ন সময়ে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ উপস্থিত থাকলেও রাজ্যপালদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন তারা করলে সব কিছু ঠিক। অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেটা করলে তারা মানতে চান না। কিন্তু কংগ্রেসে সেটা না মানলেও দেশের সাধারণ মানুষ দুইবার মোদিকে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। নরেন্দ্র মোদি কিছু করলেই সেটা বহিস্কার করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে কংগ্রেস। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীকে কিছু বলতে দেওয়া হয় না। তবে কংগ্রেস এই নির্বাচনে যেভাবে বিরোধী দলের যোগ্যতা হারিয়েছে, ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে দলটি আরো শোচনীয় ভাবে পরাজিত হবে। কংগ্রেসকে সমর্থন করা প্রতিটি দলের একই পরিণাম হবে বলে ভবিষ্যত্বাণী করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

ববিতা সরকার নয়, অবশেষে অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরি পেলো অনামিকা রায়

শিলিগুড়ি ঃ টেট পরীক্ষায় মেরিট লিস্ট বের হওয়ার পর রাজ্যের মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর বিরুদ্ধে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ এনে আদালতে মামলা করেছিলেন শিলিগুড়ির ববিতা সরকার। দীর্ঘ কয়েক বছর আইনি লড়াই লড়ার পর মামলায় জয়ী হন ববিতা সরকার। কয়েক মাস আগে আদালতের রায়ে মেখলিগঞ্জের একটি বিদ্যালয়ে চাকরিও পান ববিতা । পরবর্তীতে, ওই সালের টেট পরীক্ষার নম্বর প্রকাশ হলে দেখা যায় ববিতার অ্যাকাডেমিক স্কোর ২ নম্বর বাড়তি আছে। পর্ষদের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয় যে ববিতার ২ নম্বর ভুল করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার স্কোর বেড়ে দাড়িয়েছে ৩৩। কিন্তু দেখা যায় অনামিকা রায়ের আসল স্কোর ৩৩ এবং ববিতার ৩১। তারপরেই ফের এই পদ নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। আদালতে মামলা করে অনামিকা রায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে চাকরি পেলো অনামিকা রায়। আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে তাকে চাকরিতে যোগদান করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এই রায় ঘোষণা করা হল। এই রায়তেই চাকরি হারাতে হল ববিতা সরকারকে। চাকরিতে কর্মরত থাকাকালীন মাইনের টাকা অনামিকাকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ববিতাকে। অবশেষে চাকরি পেয়ে খুশি অনামিকা।দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াই লড়াইয়ের পর মঙ্গলবার এই নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

খবরের জেরে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কন্যাশ্রীর টাকা ফেরত পেল ছাত্রী, ব্লক দপ্তরে ডেকে মৎস্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ফেরত দেওয়া হলো টাকা, ব্লক প্রশাসন ও সংবাদ মাধ্যমকে ধন্যবাদ ছাত্রীর

মালদা ঃ মুখ্যমন্ত্রীর সাধের কন্যাশ্রী প্রকল্পের ছাত্রীর টাকা ঢুকে গেছিল মৎস্য ব্যবসায়ীর একাউন্টে। যে টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করে মৎস্য ব্যবসায়ী। সেই খবর সম্প্রচারিত হয় সংবাদ মাধ্যমে।শোরগোল পড়ে যায় জেলা জুড়ে। তারপর খবরের জেরে তৎপর প্রশাসন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কন্যাশ্রীর টাকা ফেরত পেল ছাত্রী। সংবাদ মাধ্যম এবং ব্লক প্রশাসনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে ওই ছাত্রী। খবর না হলে প্রশাসনের টনক নড়ে না খোঁচা বিরোধীদের। প্রশাসন তৎপর পাল্টা তৃণমূল।মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত হরদমনগরের বাসিন্দা রিকিতা চৌধুরী। এই বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে রিকিতা।দৌলতপুর হাই স্কুলের ছাত্রী।বাবা অনাদি চৌধুরী কৃষিকাজ করেন। দিন আনে দিন খাওয়া পরিবার। কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকার জন্য আবেদন করেছিল রিকিতা।বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাংকের খিদিরপুর শাখাতে অ্যাকাউন্ট রয়েছে তার। কিন্তু কন্যাশ্রীর ২৫ হাজার টাকা তার একাউন্টে না ঢুকে সেই টাকা তালসুর গ্রামের বাসিন্দা মাছ ব্যবসায়ী দেবেন মহালদারের একাউন্টে ঢুকে যায়।ঘটনা জানতে পারার পর দেবেন মহালদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে রিকিতার পরিবার। প্রথমে তিনি টাকা ফেরত দিয়ে দিতে চাইলেও পরবর্তীতে টাকা দিতে চাইলেন না বলে অভিযোগ উঠে। তারপরে ব্লক প্রশাসন এবং পুলিশের দারস্থ হয় রিকিতা। এই মর্মে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে রিকিতা। এক জনের কন্যাশ্রী টাকা কি ভাবে অন্যজনের একাউন্টে গেল তা নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন। দালাল চক্র চলছে অভিযোগ তুলে ছিল বিরোধীরা। সেই খবর সম্প্রচারিত হয় সংবাদ মাধ্যমে। আর খবর সম্প্রচারের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক কার্যালয়ে ডেকে রিকিতাকে তার প্রাপ্য টাকা দেওয়া হল। ওই মৎস্য ব্যবসায়ী বিডিও বিজয় গিরির তত্ত্বাবধানে টাকা ফেরত দেয় রিকিতাকে। কন্যাশ্রীর টাকা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে রিকিতা এবং তার পরিবার। তারা ধন্যবাদ জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম এবং বিডিও কে।

আদিবাসীদের জন্য স্কুল তৈরির ক্ষেত্রে গাজোলের জমি পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক

মালদা ঃ আদিবাসীদের জন্য স্কুল তৈরি এবং স্থায়ী বাসস্ট্যান্ড সহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে গাজোলের জমি পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া । মঙ্গলবার দুপুরে গাজোল ব্লকের করকচ গ্রাম পঞ্চায়েতের ইচাহার এলাকায় জমি পরিদর্শনে যান জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরী সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা । জেলা শাসকের জমি পরিদর্শনের সময় উপস্থিত হয়েছিলেন গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রেজিনা পারভীন। করকচ গ্রাম পঞ্চায়েতে বেশ কয়েকটি এলাকা পরিদর্শনের পর ইচাহার গ্রামে ফাঁকা জমির খোঁজ পান তদারকিতে যাওয়া প্রশাসনের কর্তারা। প্রাথমিক পর্যায়ে তিন থেকে পাঁচ একর ফাঁকা জমির খোঁজ পেয়েছেন জেলাশাসক। সেখানেই আদিবাসীদের একটি স্কুল সহ আরো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কি ধরনের কাজ করা যায় সে কথাও এদিন জানিয়েছেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া।
উল্লেখ্য, গাজোল ব্লকটি আদিবাসী অধ্যুষিত । দীর্ঘদিন ধরে এই ব্লকের একটি স্থায়ী বাস স্ট্যান্ড এবং আদিবাসীদের পঠনপাঠনের জন্য স্কুলের দাবি উঠে এসেছিল বিভিন্ন মহল থেকে। তারপরেই জেলাশাসকের এদিনের গাজোল ব্লক পরিদর্শনের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ বলেও মনে করছে বিভিন্ন মহল।
জেলাশাসক নীতিশ সিংহানিয়া জানিয়েছেন, তিন থেকে পাঁচ একর একটি ফাঁকা জমির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে করকচ গ্রাম পঞ্চায়েতের ইচাহার এলাকায়। প্রথম দফায় এখানে একটি শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এর পাশাপাশি আরও কি ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করা যায়, সেই ব্যাপারেও আমরা তদারকি চালাবো। এদিনের পরিদর্শনের সময় স্থানীয় মানুষ গাজোলের একটি স্থায়ী বাসস্ট্যান্ডের দাবি করেছেন। সেই স্থায়ী বাস স্ট্যান্ড করার ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। এদিন গাজোল ব্লকের এই ফাঁকা জমির বিষয়টিও তদারকি করে রাজ্য প্রশাসনের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক।

উদ্ধার বিস্ফোরক বোমা

নলহাটি(নিজস্ব প্রতিনিধি) - গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার ছাব্বিশে মে সকালে মধুপুর গ্রামের একটি পরিত্যাক্ত বাড়ী থেকে দুই বস্তা জিলেটিন স্টিক,৩২০০ পিস ডিটোনেটর উদ্ধার করলো নলহাটি থানার পুলিশ । বাড়ীটিকে ঘিরে রেখেছে পুলিশ । একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । ধৃতের নাম আশরাফুল শেখ বাড়ী মুশিদাবাদ জেলায় । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নলহাটি থানার পুলিশ । লস্করপুর থেকে এক ব্যাগ তাজা বোমা উদ্ধার করেছে নলহাটি থানার পুলিশ ।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্নাঙ্গ ব্লক কমিটি গঠন

উত্তর দিনাজপুর ঃপঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্নাঙ্গ ব্লক কমিটি ঘোষনা সহ সাংগঠনিক কর্মী বৈঠকের আয়োজন করা হলো ইটাহারে। এদিন ইটাহার বিধানসভার বিধায়ক মোশারফ হুসেনের নির্দেশে ও ইটাহার ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এই সাংগঠনিক কর্মী বৈঠকের আযজেন করা হয় ইটাহার পথসাথী প্রাঙ্গণের সভাকক্ষে। মূলত, রাজ্য ও জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে এদিন ইটাহার ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন বিধায়ক মোশারফ হুসেন।পাশাপাশি আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ইটাহার ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করতে নবনিযুক্ত ইটাহার ব্লক ও অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা নেত্রীদের নিয়ে দলীয় রণকৌশল ঠিক করতে এদিনের এই সাংগঠনিক বৈঠক বলে জানা যায়। একই সাথে জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহার উপস্থিতিতে এদিনের বৈঠকের মধ্য দিয়ে মহিলা নেত্রীদের সংগঠনকে মজবুত করতে বিভিন্ন নির্দেশিকা সম্পর্কে অবগত করেন বিধায়ক মোশারফ হুসেন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক মোশারফ হোসেন, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী চৈতালী ঘোষ সাহা, ব্লক মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী পূজা দাস, ব্লক তৃণমূল সভাপতি যোগেন্দ্র নাথ রায়, সহসভাপতি কার্তিক চন্দ্র দাস, রীনা সরকার সহ ব্লক ও অঞ্চলের অন্যান্য মহিলা নেতৃত্বরা।

জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা

জলপাইগুড়ি। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলায়। জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও প্রকল্প খতিয়ে দেখে জানালেন বিধানসভার ফিনান্স, প্ল্যানিং এবং স্ট্যাটিসটিক্স স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এই কমিটির প্রতিনিধিরা বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিদর্শনে এসে এই বিষয়টি বলেন। এদিন জেলাশাসক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। জেলা জুড়ে হওয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা করেন তারা। বৈঠক শেষে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান দেবব্রত মজুমদার বলেন, বর্তমান জেলার উন্নয়নমূলক কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে চা বাগানে কর্মরত মায়েদের ছোট শিশুদের রাখার জন্য ক্রেস হাউস নির্মান। এছাড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও জেলার বিভিন্ন প্রান্তের অনেক রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে।

তৃণমূল কংগ্রেস দার্জিলিং জেলা কিষাণ খেত মজদুর সংঘের পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি ঘোষণা করেছে

শিলিগুড়ি ঃ দার্জিলিং জেলা কিষাণ ক্ষেত মজদুর তৃণমূল কংগ্রেস সংগঠনের পূর্নাঙ্গ জেলা কমিটি ঘোষণার পরে বুধবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হল নকশালবাড়িতে। এদিন নকশালবাড়ি ব্লক ২ তৃণমূল কার্যালয়ে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কিষাণ ক্ষেতমজুরের রাজ্য সম্পাদক অসীম সিকদার জেলা সভাপতি খগেন্দ্রনাথ রায় , সহ সভাপতি শ্যামল ব্রজবাসি , কৃষ্ণ রায় সহ অন্যান্যরা। পরে জেলা সভাপতি খগেন্দ্রনাথ রায় জানান নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী দিনে কৃষকদের সুযোগ সুবিধা নিয়ে আমরা লড়ব। পাশাপাশি ১০০ দিনের টাকা আদায়ের দাবিতে পথে নামার হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন SJDA চেয়ারম্যান

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে উদ্যোগী শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ। সেই লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলেন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। বুধবার বিশ্ব বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান ঙ্কখত্ত্বক চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠকও সারেন তিনি। জানা গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে হোস্টেল সহ নানা পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে, যা সমাধানে কাজ করবে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ।

কালচিনি ব্লকের সাঁওতালি জনপদে ফের ঢুকে পড়ল বাইসন, এলাকায় আতঙ্ক

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি ব্লকের সাঁতালি বস্তিতে বুধবার ফের দাপিয়ে বেড়ালো বাইসন । এই নিয়ে গত এক সপ্তাহে এলাকায় তিন বার বাইসনের হানার ঘটনা ঘটল আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। বুধবার বিকেলে ফের একটি বাইসন সাঁতালি বস্তি এলাকায় প্রবেশ করে এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়।ঘটনাস্থলে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প ও জলদাপাড়া বনবিভাগের বনকর্মীরা পৌছায় । বর্তমানে বাইসনটি একটি সুপারি বাগানে আশ্রয় নিয়েছে। বনদফতর বাইসনটিকে জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

পণ না পেয়ে নব বধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ স্বামী রয়েছে ভিন রাজ্যে। শ্বশুরবাড়ি থেকে নব বধূর মৃত দেহ উদ্ধার করলেন পুলিশ। খুন নাকি আত্মহত্যা, তদন্তে নেমেছে পুলিশ।তবে মেয়ের বাবার পরিবারের দাবি স্বামী ভিন রাজ্য থেকে ফিরে এসে স্ত্রীকে খুন করে গা ঢাকা দিয়েছে। তবে স্বামী ভিন রাজ্য থেকে কবে ফিরলেন এবং এখন কোথায় আছে তার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।বিয়ের দুই মাস পরে যৌতুকের দাবিতে নব বধূকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাড়ো গ্রামে।এই নিয়ে এদিন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,মৃতা ওই নব বধূর নাম মুস্তরি খাতুন(২৩)।ঘটনার পর থেকেই শ্বশুর বাড়ির লোকেরা পলাতক।মুস্তরি খাতুনকে খুন করা হয়েছে বলে স্বামী মুতাহার আলি সহ পরিবারের সদস্যদের নামে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতার মেয়ের পরিবার।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,বছর খানেক আগে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়রামপুর গ্রামের বাসিন্দা আজিমুল আলির মেয়ে মুস্তরি খাতুনের সঙ্গে শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে হয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাড়ো গ্রামের বাসিন্দা জিয়াউদ্দিন আহমেদের ছোট ছেলে মুতাহার আলির।বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য স্বামী বাবার বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে নব বধূকে আনতে অস্বীকার করতেন।এই নিয়ে পরিবারে একটা অশান্তি লেগে ছিল।বেশ কয়েকবার সালিশি সভাও বসে।দুই মাস আগে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ে ও রেজিস্ট্রি হয়। শ্বশুরবাড়িতে মাসখানেক থাকার পর ঈদের দুই দিন আগে বাবার বাড়ি চলে যায় মুস্তরি।গত সোমবার শ্বশুর বাড়িতে ফিরে আসেন সে।আজ বুধবার সকালে ফোন মারফতে নব বধূর মৃত্যুর খবর শুনতে পান পরিবারের লোকেরা। ।খুন নাকি আত্মহত্যা তা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরে জানা যাবে বলে জানান পুলিশ।

বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে বিশেষ সচেতনামূলক অনুষ্ঠান

কোচবিহার ঃ বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষে আজ কোচবিহার মেডিকেল কলেজে একটি বিশেষ সচেতনামূলক অনুষ্ঠানের আযজেন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি রাজিব প্রসাদ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় সহ হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসকরা। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিন অনুষ্ঠানের উপস্থিত মানুষদের থ্যালাসেমিয়া সম্বন্ধে সচেতন করা হয়। কিভাবে সচেতন থেকে থ্যালাসেমিয়া এড়ানো সম্ভব। সমস্ত বিষয়ে অবগত করানো হয় উপস্থিত সকলকে।

বাড়িতে বসে মোবাইলের মাধ্যমে আইপিএলের বেটিং চক্র গুরুং বস্তি এলাকা থেকে দুজন গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ বাড়িতে বসে মোবাইলের মাধ্যমে আইপিএলের বেটিং চক্র চালানোর অভিযোগে শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানার পুলিশ শিলিগুড়ির গুরুং বস্তি এলাকাতে অভিযান চালিয়ে দুইজনকে গ্রেফতার করে। ধৃত দুজনের নাম হল রোহিত সিংহ ও নবাঙ্কুর সরকার। ধৃতদের বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠিয়ে সমস্ত ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে প্রধান নগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে গুরুংবস্তি এলাকাতে একটি বাড়িতে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ববেটিং চক্র চলছে। সেই খবর পেয়ে নবাঙ্কুর সরকারের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। ঘটনার স্থল থেকেই ওই দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। তবে ধৃতদের কাছ থেকে কোন রকমের নগদ অর্থ উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশের অনুমান অনলাইনের মাধ্যমে টাকার লেনদেন হচ্ছিল। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

সেনাবাহিনীর গাড়িতে বাতানুকুলিত যন্ত্রে গ্যাস ভরার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, গুরুতর আহত চারজন

শিলিগুড়ি ঃ সেনাবাহিনীর গাড়িতে বাতানুকুলিত যন্ত্রে গ্যাস ভরার কাজ করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে গুরুতর আহত হল চারজন। ঘটনা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৩ নং ওয়ার্ডের পাঞ্জাবি পাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে বুধবার সকালে সেনাবাহিনীর একটি গাড়িতে ওই বাতানুকলিত যন্ত্রে গ্যাস ভরার কাজ করছিল গ্যারেজের কর্মচারীরা। সেই সময় গাড়ির ভেতরে থাকা বাতানুকুলিত যন্ত্রের গ্যাস সিলিন্ডারের বিস্ফোরণ ঘটলে গ্যারেজের তিন কর্মী এবং একজন সেনাকর্মী গুরুতর আহত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা মেয়র পারিষদ মানিক দে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ বেশ কয়েকদিন ধরেই ওই গ্যারেজে অবৈধভাবে গাড়ির বাতানুকুলিত যন্ত্রে গ্যাস ভরার কাজ করা হচ্ছিল। কাউন্সিলর এবং প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে কোন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ঘটনার পর ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় পুলিশ। সমস্ত ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পানিটাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ।

করলা নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি উত্তোলন

জলপাইগুড়ি ঃ নদী থেকে বেআইনিভাবে চলছে বালি উত্তোলন। অভিযোগ প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই বালি কারবারিদের সাথে। বুধবার সাত সকালে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের গৌরীহাট করলা নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি উত্তোলনের ছবি উঠে আসলো জী ২৪ ঘঃটার ক্যামেরায়। বালি ব্যবসায়ীদের বক্তব্য পারমিট পাচ্ছেন না তারা, সে কারণেই বেআইনিভাবে বালি তুলতে হচ্ছে। পুলিশ সুপার জানান, জেলায় ৭০ টি বেড়ে permission রয়েছে। পুলিশ বেআইনি বালির তোলার বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে।

সীমান্ত গ্রামে তৃণমূলে ভাঙন, পঞ্চায়েত প্রধান সহ অনেকেই হাতে তুলে নিলো পদ্ম ফুল

জলপাইগুড়ি ঃ সম্প্রতি তৃনমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক ব্যানার্জি নব জোয়ার যাত্রার রথ জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থানের মাটি ছুঁয়ে পৌঁছেছে দক্ষিণ বঙ্গে, তবে অভিষেক ব্যানার্জির জনসংযোগ যাত্রার পরেই কার্যত তৃণমূল ত্যাগের প্রবণতা যেমন বেড়েছে এর পাশাপাশি ডাম ডিম সহ অন্যান্য অঞ্চলে প্রকাশ্যে চলে এসেছে গোষ্ঠী কোন্দল। এমন পরিবেশের মধ্যেই মঙ্গলবার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তি গ্রাম খাড়িজা বেরুবাড়ী দুই অঞ্চলের তৃনমূল দলের প্রধান ডালটন রায় সহ অনেকেই তৃনমূল ছেড়ে পদ্ম ফুল হাতে তুলে নেবার ঘটনায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগমুহূর্তে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। এই প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী জানান, ভারতীয় জনতা পার্টিই একমাত্র দল যারা সমাজের সব অংশের মানুষকে নিজেদের পরিবারে সদস্য বলে মনে করে, এখনও যে সমস্ত ভালো মানুষ অন্যান্য দলে রয়েছে আজ তারাও বিজেপির ছাতার নিচে এসে সমাজ ও দেশের কাজে যোগ দিচ্ছেন।

রাস্তার পাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি কয়লা বোঝায় লড়ি

শিলিগুড়ি ঃ রাস্তার পাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি কয়লা বোঝায় লড়ি। মঙ্গলবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে ফুলবাড়ী মহানন্দা ব্যারেজ এলাকায়। জানাগেছে মঙ্গলবার ভোর রাতে ফুলবাড়ী ঘোষপুকুর রাস্তার পাশে প্রায় কয়েক ফুট নিচে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় কয়লা ভর্তি লরিটি। তবে ঘটনাস্থলে গাড়ি চালক বা সহকারী চালক কাউকেই দেখা পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ

ডক্টর মুকুন্দ মজুমদারের জীবনীর ওপর একটি বই প্রকাশ

শিলিগুড়ি ঃ ডাঃ মুকুন্দ রায় মজুমদারের নামে শিলিগুড়িতে রাস্তা তৈরি করার দাবি তুলে সাংবাদিক বৈঠক বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির। বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনি দাবি তোলেন তারা। বাংলা ও বাংলা ভাষাবাচাও কমিটির সভাপতি ছিলেন ডাঃ মুকুন্দ রায় মজুমদার। বাংলার জাতিসত্তা আঃেদালনে শহীদ হয়েছিলেন তিনি। তার স্মৃতিতে শিলিগুড়িতে তার নামে একটি রাস্তা করার দাবী তোলেন সংগঠনের সদস্যরা। একই সাথে পুরোনিতোম এলাকায় তার একটি মূর্তি স্থাপন কর দাবি তোলা হয়।বুধবার ডক্টর মুকুন্দ মজুমদারের জীবনীর ওপর একটি বই প্রকাশ করা হয়।

স্কুলের সামার প্রজেক্টে পথ নিরাপত্তার বিষয় সচেতনতা

জলপাইগুড়ি ঃ সচেতনতার মাধ্যমেই কমছে পথ দুর্ঘটনা।স্কুলের সামার প্রজেক্টের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এসে জানতে পারলো জলপাইগুড়ি মাড়োয়ারি বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। বুধবার জলপাইগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ দপ্তরের পক্ষ থেকে পথ নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে ছাত্রীদের সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। রাজ্যের সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলোতে গরমের ছুটির মাঝেই চলছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রকল্প তৈরির কাজ।পড়ুয়ারা ভবিষ্যতে কিভাবে সমাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই চেষ্টাই চলছে। এজন্য স্কুলের সামার প্রজেক্ট হিসেবে এবার ট্রাফিক সুরক্ষা বিষয়কে বেছে নিল মাড়োয়ারি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। স্কুলের টিচার ইনচার্জ রিমা তিওয়ারি বলেন, গরমের ছুটির মধ্যেই রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই প্রজেক্ট নিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরে খুব খুশি ছাত্রীরা। দশম শ্রেণীর ছাত্রী নার্গিস খান জানায়, রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের কর্মসূচি অনুসারে স্কুলের শিক্ষিকা এবং জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতায় রোড সেফটি নিয়ে অনেক কিছু শিখতে পেরে খুবই ভালো লাগছে।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৫ শ্রমিকের ঘর পুড়ে ছাই, লাখ লাখ লোকসানের আশঙ্কা

মালদা ঃ দিনের আলোতে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন।আগুনের উত্তাপ ছড়ালো গোটা এলাকায়।ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই পাঁচটি দিন মজুর পরিবারের বসত বাড়ি। কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি। ঘটনার দেড় ঘন্টা পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ইঞ্জিন। দমকলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে এলাকার মানুষেরা। জোরালো হয়েছে এলাকায় অগ্নিনির্বাপক গড়ে তোলার দাবি। মালদহের রতুয়া ১নং ব্লকের রতুয়া পঞ্চায়েতের মহাদেবপুর গ্রামের ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়েছে বুধবার। স্থানীয় সূত্রের খবর এলাকার সাদিকুলের বাড়িতে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। পাঁচজনের বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বাড়িতে থাকা আসবাবপত্র ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই রতুয়ায় নেই কোন দমকল কেন্দ্র। ৩০ কিলোমিটার দূরে চাঁচলে রয়েছে দমকল। তাই স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ব্যক্তিগত ভাবে' চিনি না! সিবিআই জেরায় দাবি কুন্তলের

কলকাতা ঃ ব্যাক্তিগত পরিচয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেই! এমনটাই দাবি কুন্তল ঘোষের। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সম্প্রতি তৃণমূলের বহিস্কৃত যুব নেতাকে জেরা করতে জেলে পৌঁছন সিবিআই আধিকারিকরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁকে জেরা করা হয়। আর সেখানেই নাকি এমনটাই দাবি কুন্তল করেছে বলে জানা গিয়েছে। বলে রাখা প্রয়োজন, নিয়োগ দুর্নীতি কান্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সামনে আনেন কুন্তল ঘোষ। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলতে চাপ দিচ্ছে। এমনকি এই মর্মে আদালতে চিঠিও দেন বহিস্কৃত যুব নেতা। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে চিঠি লিখে শেক্সপিয়ার থানাতে অভিযোগও জানায় সে। আর তা নিয়ে যাবতীয় বিতর্ক। এই অবস্থায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ইতিমধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেরা করেছে সিবিআই। দীর্ঘ ৯ ঘন্টা ধরে তাঁকে জেরা করা হয়। এই অবস্থায় সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে কুন্তলকে জেরা করেছে সিবিআই। আর সেই জিজ্ঞাসাবাদেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যাক্তিগত আলাপ নেই বলেই কুন্তল ঘোষ তদন্তকারী আধিকারিকদের জানিয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কুন্তল ঘোষকে চেনেন না বলে ইতিমধ্যে জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সিবিআই জেরা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। আর সেখানেই কুন্তলকে চেনেন কিনা জিজ্ঞেস করা হলে অভিষেক জানান তিনি চেনেন না। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নামে চিঠি লিখতে কেউ চাপ দিয়েছিলেন কিনা তাও কুন্তলের কাছে জানতে চান তদন্তকারীরা। আর তাতে প্রাক্তন তৃণমূল নেতার দাবি, তিনি নিজে থেকেই এই চিঠি দিয়েছেন। এজন্যে তাঁকে কেউ চাপ দেয়নি। ফের শাসক দলের

বিরুদ্ধে আদালতে শুভেন্দু, এবার কোন নালিশ ঠুকলেন বিরোধী দলনেতা এছাড়াও আরও বেশ কিছু প্রশ্ন কুন্তলের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করে সিবিআই। জানা গিয়েছে, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁনা বলে কুন্তল এড়িয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে অভিষেককে যে কুন্তল চেনে না তা মানতে নারাজ তদন্তকারী সংস্থা। বলে রাখা প্রয়োজন, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ইতিমধ্যে কুন্তল ঘোষকে কয়েক দফায় জেরা করেছে সিবিআই এবং ইডি। অন্যদিকে আজ কুন্তল চিঠি মামলাতে সুপ্রিম কোর্টে গেলেও মেলেনি স্বস্তি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ১০ জুলাই ফের এই মামলার শুনানি হবে। তবে নতুন করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেরা করা হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। তবে অভিষেকের দাবি, নবজোয়ার ঠেকাতে তাঁকে ফের তলব করা হবে।

'অনুব্রত একা গরু পাচারের টাকা খায়নি', কাদের জড়িত থাকার দাবি করলেন অধীর চৌধুরী

কলকাতা ঃ অনুব্রত একা গরু পাচারের টাকা খায়নি। অনুব্রতর কাছ থেকে কয়লা গরু যা রোজকার সবকিছু টাকা সরকারি দল বড় বড় নেতা মন্ত্রী সকলে খেয়েছেন। প্রকাশ্যে এমনই দাবি করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার প্রশ্রয় ছাড়া এত বড় দুর্নীতি অন্যায় হতে পারে না বলেও দাবি করেছেন তিনিসরাসরি নাম নাকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে অধীর চৌধুরী দাবি করেছেন, দাঁত দেখাতে চোখ দেখাতে খোকাবাবু বিদেশে যাচ্ছে। সেই টাকা আসছে কোথা থেকে? চোরাই পথে সেগুলো যাচ্ছে তৃণমূলের ঘরে। মুর্শিদাবাদ তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নিয়েও এদিন মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তিনি অভিযোগ করেছেন, সরকার কবে পঞ্চায়েত ভোট করবে সেটা সরকারিভাবে ঠিক করবে নাকি দিদি ও খোকাবাবু। খোকাবাবু এখন ঠিক করছে যে আমার নবজোয়ার শেষ হলে তবেই পঞ্চায়েত ভোট হবে। পশ্চিমবঙ্গের সরকার কে চালাচ্ছে? এটা আমাদের জানার প্রশ্ন কিন্তু এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে নবজোয়ার থেকে খোকাবাবু নিজে বলছেন আমার পদযাত্রা নাটক শেষ হলে পঞ্চায়েতের নাটক নিয়োগ দুর্নীতিতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির এবার শাসকদলের মাথা অবধি যাওয়া উচিত শুভেন্দু নীতি আয়োগের বৈঠকে মমতার না যাওয়া নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি। অধীর চৌধুরী অভিযোগ করেছেন,

নিজের ওজন ধরে রাখার জন্য নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেন না মমতা। কেজরিওয়াল এর সঙ্গে দেখা করছেন কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে দিল্লি যাবেন না। এই মুহূর্তে দিল্লিতে গিয়ে বিরোধীদের মোদির বিরুদ্ধে যে প্রস্তুতি এবং বিরোধীরা যে তাকে তার মতামতকে আগের মতনগুরুত্ব দিতে রাজি নয় সেটা তিনি বুঝেছেন বুঝে গিয়েছেন। 'The Diary of West Bengal' -এর ট্রেলার মুক্তি পেতেই পরিচালককে নোটিশ বাংলার পুলিশের বিধায়ক বনাম সভাপতি গ্রুপের মারামারি, নওতার ঘটনা সবাই জানেন নওদা তে আমাদের প্রতি সভায় সমর্থন করছেন আর রাজপুরে যে ঘটনাটা ঘটেছে তৃণমূলে দুটো গোষ্ঠী। সভাপতি বনাম বিধায়গোষ্ঠীর যে ঝামেলা সেটা সবাই জানে তৃণমূল নিজেদের মধ্যে খুনখুনি করে একজনের মৃত্যু হয়েছে আর একজনও মৃত্যু হতে পারে অনেকে আহত হয়েছেন এই ঘটনায় ব্যবস্থা নেই তৃণমূল নেতৃত্ব তাদের দলকে রক্ষা করুন যত পঞ্চায়েত নির্বাচন আসবে ততই এই ঘটনা বেড়ে চলবে মন্তব্য করেছেন অধীর চৌধুরী

২৩০ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসছে টাইফুন মাওয়ার, সাগর উপকূলে চলছে তাণ্ডবলীলা

কলকাতা ঃ মহাসাগরের বুকে সুপার সাইক্লোনের মতোই শক্তিশালী ঝড় ঘণ্টায় ২৩০ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে চলেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলিতে তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যাচ্ছে সুপার টাইফুন মাওয়ার নামের ওই বিধ্বংসী ঝড়। মাওয়ার ঘণ্টায় ১৮৫ কিলোমিটার গতিতে এগোচ্ছে। আর কখনও কখনও তা ২৩০ কিলোমিটারে পৌঁছে যাচ্ছে। ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে মাওয়ার। তা অগ্রসর হচ্ছে ফিলিফিন্সের দিকে। আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, টাইফুন প্রশান্ত মহাসাগর লাগোয়া গুয়ামে তাণ্ডব চালিয়েছে। টাইফুনের প্রভাবে প্রবল বৃষ্টি এবং প্রবল বেগে ঝড় বয়ে গিয়েছে। টাইফুন মাওয়ারের জেরে গুয়ামের অধিকাংশ এলাকা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ২৩০ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে আসছে টাইফুন মাওয়ার, সাগর উপকূলে চলছে তাণ্ডবলীলা টাইফুন মাওয়ার ঘণ্টায় ২৪০ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়ে গুয়ামের উপকূলে। একাধিক গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডের একেবারে ওলটপালট অবস্থা। প্রবল বৃষ্টির জেরে গুয়ামের একাধিক রাস্তা জলের তলা গিয়েছে। বানভাসি অবস্থা গুয়ামের। মার্কিন যুক্তিরাষ্ট্রের এই ভূখণ্ড প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত। সেখানে প্রায় ৫২ হাজার বাড়িঘর রয়েছে। সেগুলির মধ্যে ৯০ শতাংশ বিদ্যুৎহীন হয়ে গিয়েছে। তবে কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। আগাম ব্যবস্থা নেওয়ায় সবাই সুরক্ষিত রয়েছেন। গুয়ামের হেমল্যান্ড সিকিউরিটির তরফে জানানো হয়েছে উপকূল এলাকায় বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়েছে দুর্গত মানুষদের। বর্ষা এবার স্বাভাবিক হবে, ২০২৩-এ ৯৬ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস মৌসম ভবনের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গুয়ামে বিদ্যুৎ সংযোগ ফেরানোর কাজ চলছে। সবার আগে হাসপাতাল ও পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্রেগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধাপে ধাপে অন্য ক্ষেত্রেও বিদ্যুৎ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। টাইফুন মাওয়ারের পূর্বাভাস ছিলই। সেই হেতু আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেই প্রাণহানি ঘটেনি। গুয়ামের পরে ফিলিপিন্সে টাইফুনের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। একবার আছড়ে পড়ে সেভাবে শক্তি হারায়নি মাওয়ার। এখনও ঘণ্টায় ১৮৫ কিলোমিটার গতিতে ধেয়ে আসছে ঝড়। সেই ঝড় আরও শক্তি বাড়বে বলেই পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। ফলে তা আবার সুপার টাইফুনের রূপ নিতে চলেছে। আজও ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজবে শহর, জেলার আবহাওয়া কেমন থাকবে জেনে নিন আবহবিদরা জানিয়েছেন, ঘণ্টায় ২৩০ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়তে পারে সুপার টাইফুন মাওয়ার। গুয়াম পেরিয়ে তা ফিলিপিন্সকে টার্গেট করেছে। গুয়ামে আছড়ে পড়ার পরও তার শক্তিক্ষয় হয়নি। বাতাসের হারানো গতিবেগ ফের উদ্ধার করে সে ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুক চিরে তা এখন আছড়ে পড়বে ফিলিপিন্সে। প্রশানত তৎপর উপকূল এলাকা থেকে মানুষজনকে সরিয়ে নিতে।

'জনগণকে প্রাধান্য দিয়ে বাজেট করলে নির্বাচন সহজ হবে'

ঢাকা ঃ ১ জুন জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হবে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট। কেমন হওয়া উচিত এবারের বাজেট? নির্বাচনের বছরে বর্তমান সরকারের শেষ বাজেটে চ্যালেঞ্জগুলোই বা কী? ডলার সংকট, মূল্যস্ফীতি সেখানে কতটা গুরুত্ব পেতে পারে? আইএমএফের শর্ত মেনে বর্তমান অর্থমন্ত্রী কতটা নির্বাচনমুখি বা কল্যাণমূলক বাজেট দিতে পারবেন? বাজেটের এসব দিক নিয়ে কথা বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সানেমের গবেষণা পরিচালক ড. সায়মা হক বিদিশা।

এবারের বাজেটের চ্যালেঞ্জগুলো কী?

বর্তমানে অর্থনীতিতে ত্রিমুখী চ্যালেঞ্জ রয়েছে। একটি হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, আরেকটি হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতির একটা ভারসাম্য বজায় রাখা এবং কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধিকে একটি ইতিবাচক দিকে নিয়ে আসা। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের বাজেট প্রণয়ন হচ্ছে। সুতরাং অর্থনীতির এই চ্যালেঞ্জগুলো মাথায় রেখে বাজেট করতে হবে অর্থাৎ এটি মাথায় রেখে রাজস্ব আহরণ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং খরচের অন্য দিকগুলো দেখতে হবে। অর্থনীতির এই চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি বাজেটের যে চ্যালেঞ্জ সেটা হল আমাদের রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি খুবই কম। আমরা জানি, রাজস্ব আয় এবং জিডিপির অনুপাত খুবই কম। সুতরাং রাজস্ব আহরণ বাড়ানো এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের হারও বাড়াতে হবে।

এটি বর্তমান সরকারের শেষ বাজেট। বাজেটে কী নির্বাচন গুরুত্ব পাবে?

বাজেটে গুরুত্ব পাওয়া উচিৎ জনগণ। মনে রাখতে হবে জনগনের জন্যই তো নির্বাচন। সুতরাং সেই হিসেবে যদি আমরা দেখি, জনগণ এবং নির্বাচন দু'টিই প্রাধান্য পাবে বা পাওয়া উচিৎ। জনগণকে প্রধান্য দিয়ে যদি আমরা একটা ইতিবাচক বাজেট প্রণয়ন করতে যাই তাহলে সেটি নির্বাচনকেও সহজ করে দেবে।

মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে বাজেটে কী করা উচিত?

মূল্যস্ফীতির চাপের বিষয়ে দু'টি মূল দিক। একটি হচ্ছে, রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে পরোক্ষ কর যেগুলো রয়েছে, সেখানে কিছু সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে। মূসক, রেগুলেটরি ডিউটিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় যেসব পণ্য রয়েছে সেগুলো যদি কাটছাঁট করা হয়, যদিও আগেও সরকার সেটা করেছে তাহলে মূল্যস্ফীতি থেকে সাধারণ জনগণ কিছুটা হলেও স্বস্তি পায়। আরেকটি হচ্ছে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। এটির কিন্তু কোনো বিকল্প নেই। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়ানো, ওএমএসের মাধ্যমে যেসব পণ্য দেওয়া হয় সেটির ব্যাপকতা বাড়ালে সবাই আরেকটু স্বস্তি পেত।

জনতুষ্টির বাজেট আর জনকল্যাণের বাজেটের মধ্যে পার্থক্য কী?

আসলে সেইভাবে কি কোনো পার্থক্য রয়েছে? জনগণ বলতে যদি আমরা দেশের আপামর জনসাধারণ সবাইকে বোঝাই তাহলে সবার কল্যাণের জন্য যে বাজেট হবে সেটা তো সবাইকে তুষ্ট করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। সুতরাং জনগণ বলতে যদি আমরা সব মানুষকে বোঝাই, সব মানুষের সিংহভাগ মানুষই যদি সন্তুষ্ট থাকে বা তুষ্ট থাকে সেটাই কিন্তু জনকল্যাণের বাজেট।

বাজেট আসলে নির্বাচনে কতোটা প্রভাব ফেলে?

বাজেট নির্বাচনে খুব বড় প্রভাব ফেলে বলে আমার মনে হয় না। বাংলাদেশে এখন যেভাবে বাজেট হচ্ছে, সেটি হচ্ছে মধ্যমেয়াদি একটা পরিকল্পনা। এটা মূলত তিন বছর মেয়াদি একটা পরিকল্পনা করা

হয়। সেই আওতায় কিছুটা কাটছাঁট করা যায় কিন্তু ব্যাপক ধরনের পরিবর্তন সাধারণত করা হয় না বা সেটার খুব বেশি সুযোগও থাকে না। নির্বাচনের ক্ষেত্রে মোটা দাগে যদি দু'একটা বলি, জিনিসপত্রের দাম একটু কম রাখা, সাধারণ মানুষকে একটু সন্তুষ্ট রাখা, সেখানে করের বিষয় রয়েছে, বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের বিষয় রয়েছে এগুলোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এক ধরনের স্বস্তি দেওয়া যায়। এটা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে যেহেতু আমরা মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে চলি ফলে ব্যাপক পরিবর্তন সেখানে হয় না। একটা ধারাবাহিকতাই আমরা দেখে থাকি।

ডলার সংকট দূর করতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ?

একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, ডলার সংকট দূর করতে হলে চাহিদা এবং জোগান এই দু'টোই মূল বিষয়। প্রথমত, ধীরে ধীরে বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়ার একটা প্রক্রিয়াতে চলে যাওয়া। আরেকটি বিষয় হল, আমাদের যে কয়েকটি বিনিময় হার রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় করে একক বিনিময় হার করা। এই দু'টোর বাইরে চাহিদা এবং জোগানের মধ্যে আমরা যতটা সমন্বয় করতে পারবো। এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, বিলাসবহুল পণ্যের ক্ষেত্রে উচ্চ কর আরোপ করা হয়েছে। এটাও চিন্তা ভাবনা করে আরও কিছু করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, রপ্তানির ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘ মেয়াদি চিন্তা করতে হবে। খুব দ্রুত হয়ত কিছু করা সম্ভব না, কিন্তু মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের যেটা চিন্তা করতে হবে সেটা হল রপ্তানি বাড়ানোর জন্য আমাদের বহুমুখিকরণ দরকার রয়েছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও পোশাক শিল্পের ভেতরে ও বাইরে অন্যান্য জায়গায় বহুমুখিকরণ দরকার। এটার মাধ্যমে আমরা রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে একটা শক্ত জায়গায় আসতে পারি। এটার পাশাপাশি খুবই জরুরি আমাদের প্রবাসী শ্রমিকদের আয়। প্রবাসী শ্রমিকদের আয় বাড়ানোর জন্য কিন্তু বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এখানে দুটো বিষয় মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত হুন্ডি। অবৈধ পথে আসার যে প্রবণতা, সেটা নিরুৎসাহিত করাটা খুবই জরুরি। যতদিন পর্যন্ত আমি নিরুৎসাহিত করতে না পারব ততদিন পর্যন্ত এটা সঠিক পথে আনা কঠিন। আমাদের প্রবাসী যারা রয়েছেন আমি তাদের দোষ দেব না, কারণ তারা যেখানে বেশি বিনিময় হার পাবেন সেখানেই লেনদেন করবেন। সাধারণত অবৈধপথে বেশি বিনিময় হার দেওয়া হয় এবং খুব দ্রুত দেওয়া হয়। আর দ্বিতীয় যেটা হল, বৈধ পথে আমরা তাদের কিভাবে উৎসাহিত করব। মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস এখানে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে। একজন প্রবাসী যখন অর্থ পাঠাচ্ছেন সেটা দ্রুত তার পরিবারের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। এই সেবাটা তার একেবারে কাছে নিয়ে আসতে হবে। ডলার সংকটের ক্ষেত্রে শেষে যেটা বলব, আমাদের সেবাখাত যেটা রয়েছে সেখান থেকে একটা বড় অংকের ডলার বাইরে চলে যেতে পারে। সেই সেবাগুলো কীভাবে দেশের ভেতরে দেওয়া যায় সেই জিনিসগুলো দেখার দরকার রয়েছে।

আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ নিতে শর্ত মানতে হয়। এই শর্ত মেনে সরকার কী নির্বাচনি বাজেট বা কল্যাণমূলক বাজেট দিতে পারবে?

আমি যেটা মনে করি, আইএমএফের শর্তগুলোর দিকে যদি তাকান তাহলে দেখবেন বেশিরভাগ শর্ত যদি বাস্তবায়ন করা হয় সেটাকে বেশিরভাগ জনগণ ইতিবাচক হিসেবে দেখবে। রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে যদি বড় ধরনের সংস্কার করা হয়, এই সংস্কার আমি মূলত বলব যে, ব্যক্তিখাতে আয়করের উপরে গুরুত্ব আমাদের বাড়াতে হবে। আর্থিক খাতের যে সংস্কার, সেটার প্রস্তাবনাও আইএমএফ দিয়েছে। সেখানে খেলাপি ঋণসহ আরো কিছু বিষয় রয়েছে। এই জায়গাগুলোতে যদি আমরা সংস্কার করতে পারি তাহলে জনগণ সেটাকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখবে। তবে ভর্তুকির বিষয়টা নির্বাচনের বছর বলে শুধু না সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে কী ধরনের পরিবর্তন আনা দরকার সেটা সাবধানে করতে হবে। খাত ভিত্তিক করতে হবে। সেখানে কৃষি, জ্বালানির ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। ভর্তুকির বিষয়ে কিছু চিন্তাভাবনার বিষয় আছে, নির্দিষ্ট করার বিষয় আছে। কিন্তু সার্বিকভাবে আইএমএফের সংস্কার কর্মসূচির সঙ্গে বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদই একমত পোষণ করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ যেসব সংস্কারের কথা বলা হয়েছে সেগুলো জনগণের জন্য কল্যাণই বয়ে আনবে।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পুরস্কার ঘোষণা, জিতলে কত টাকা পাবে টিম ইন্ডিয়া?

কলকাতা ঃ সমাপ্তির পথে আইপিএল। দুয়ারে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। আগামী ৭ জুন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে নামবে ভারতীয় দল। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হতে চলেছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। শুক্রবার আইসিসির পক্ষ থেকে পুরস্কার মূল্য ঘোষণা করা হল। চলতি বছরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়ী দল পাবে ১.৬ মিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় অঙ্কটা ১৩.২৩ কোটি টাকা। রানার্স আপ দল পাবে ৬.৬১ কোটি টাকা। গতবারের পুরস্কার মূল্য এবারও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। প্রথমবারে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে বিজয়ী হওয়ার জন্য নিউজিল্যান্ড দল পেয়েছিল ১.৬ মিলিয়ন ডলার। তবে শুধু চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্সের জন্যই নয় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়া দলগুলির জন্যও আর্থিক পুরস্কার মূল্য ঘোষণা করেছে আইসিসি। তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা পাবে সাড়ে চার লক্ষ মার্কিন ডলার। ঘরের মাঠে টেস্ট ফাইনাল হলেও খেলতে পারছে না ইংল্যান্ড। ব্রিটিশরা দৌড় শেষ করেছে চতুর্থ স্থানে। ফলে তাঁদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২ লক্ষ মার্কিন ডলার। নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ পাবে ১ লক্ষ মার্কিন ডলারের পুরস্কার। পাশাপাশি ম্যাচ সেরার পুরস্কার তো থাকছে সঙ্গে টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারও থাকবে। সব মিলিয়ে আইসিসির এই টুর্নামেন্টে যযে জিতবে তাঁদের বড় অঙ্কের লক্ষ্মীলাভ হবে। ইতিমধ্যেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। বৃহস্পতিবার থেকে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাহুল দ্রাবিড়ের দল। লন্ডনের ওভালে অনুশীলনের ছবি পোস্ট করা হয় বোর্ডের ওয়েবসাইটে। সেখানে নতুন জার্সিতে দেখা যায় ভারতীয় ক্রিকেটারদের। ছিলেন শার্দূল ঠাকুর, উমেশ যাদবরা। কোচিং স্টাফের সঙ্গে নতুন জার্সিতে দেখা যায় দ্রাবিড়কেও। নীল জার্সিতে নতুন লোগো। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নতুন জার্সিতে নামবে ভারত। ৩০ মের মধ্যে পৌঁছে যাবে গোটা ভারতীয় দল। পরপর দু'বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারত। প্রথমবার নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া হয়েছে। এবার কিন্তু খালি হাতে ফিরতে নারাজ টিম ইন্ডিয়া। এক দশকের কাছাকাছি সময় আইসিসি ট্রফি জিততে পারেনি ভারত।

সম্পাদকীয়

ইউরো ঃ আরো অনেক দেশের ভবিষ্যত মুদ্রা

ইউরোপীয় অভিন্ন মুদ্রা ইউরোর স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন ইউরোপের শীর্ষ নেতারা। ইসিবির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বুধবার ফ্রাংকফুর্টে তারা মিলিত হয়েছিলেন। মানবজাতির ইতিহাসে এমন পরীক্ষা কখনো হয়নি। ইউরোপের একাধিক দেশ স্বেচ্ছায় নিজস্ব মুদ্রা ত্যাগ করে একক মুদ্রা গ্রহণ করে অভূতপূর্ব পদক্ষেপ নিয়েছে। ২৫ বছর আগে ইউরোপীয় অভিন্ন মুদ্রা হিসেবে ইউরো চালু করার লক্ষ্যে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠন করা হয়। এরপর ১৯৯৯ সালের ১লা জানুয়ারি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১১টি সদস্য দেশে 'অদৃশ্য' মুদ্রা হিসেবে সমান্তরালভাবে ইউরো চালু হয়। ২০০২ সালের ১লা জানুয়ারি প্রথম ইউরো ব্যাংক নোট ও পয়সা হিসেবে সেন্ট সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে সদস্য দেশগুলির জাতীয় মুদ্রা লোপ পায়। বর্তমানে ইইউর ২০টি দেশে এই মুদ্রা চালু আছে। ৩৪ কোটি ৬০ লাখেরও বেশি মানুষ

এই মুদ্রা ব্যবহার করছেন। বুধবার সন্ধ্যায় জার্মানির ফ্রাংকফুর্ট শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক - ইসিবির রজত জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। ব্যাংকের বর্তমান প্রধান ক্রিস্টিন লাগার্দ এ দিন ২০টি সদস্য দেশের সংবাদপত্রে ব্যাংকের সাফল্য তুলে ধরেন। ইউরো এলাকায় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ইসিবির ভূমিকার উপর জোর দেন তিনি। অনেক বছর ধরে সেই মাত্রা কম থাকার পর বর্তমানে মূল্যস্ফীতির উচ্চ হারে রাশ টানতে ইসিবি উদ্যোগ নিলেও অদূর ভবিষ্যতে পরিস্থিতি বদলানোর কোনো সম্ভাবনা দেখছেন না তিনি। তবে সেই মাত্রা দুই শতাংশে ফিরিয়ে আনতে সূদের হার বাড়ানোসহ সব রকম পদক্ষেপ নেবার অঙ্গীকার করেন লাগার্দ। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস, ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েন, ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট রোব্যার্তা মেৎসোলা এবং ইইউ সরকার পরিষদের প্রেসিডেন্ট শার্ল মিশেল ইসিবির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শলৎস ইউরোপীয় অভিন্ন মুদ্রাকে ইউরোপীয় সমন্বয়ের সবচেয়ে সফল প্রকল্পগুলির অন্যতম হিসেবে বর্ণনা করেন। তার মতে, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'স্থিতিশীলতার নোঙর' হিসেবে কাজ করছে। ভবিষ্যতে আরও দেশ অভিন্ন মুদ্রা হিসেবে ইউরো গ্রহণ করবে বলে শলৎস আশা প্রকাশ করেন। ইউরোপীয় ঐক্য ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে ইউরো মুদ্রা ও ইসিবির ভূমিকার প্রশংসা সত্ত্বেও এই প্রকল্পের কাঠামোগত দুর্বলতা নিয়ে বিতর্ক কম নেই। কারণ ২০টি দেশে অভিন্ন মূদ্রা চালু হলেও সে সব দেশের আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে কোনো সমন্বয়ের বাধ্যবাধকতা এখনো নেই। ফলে প্রায়ই স্বার্থের সংঘাত দেখা যায়। বিশেষ করে ইউরোপের উত্তর ও দক্ষিণের দেশগুলির মধ্যে মৌলিক নীতি নিয়ে মতবিরোধ বার বার সমস্যা সৃষ্টি করে। ইউরো মুদ্রার এমন অন্তর্নীহিত দুর্বলতা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ইসিবির ভূমিকা বার বার প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশেষ করে আর্থিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে ইউরোর স্বার্থ রক্ষায় পরিস্থিতি সামল দিতে ইসিবি যেভাবে জোরালো উদ্যোগ নিয়েছে, তা আর্থিক বাজার স্থিতিশীল করতেও সাহায্য করেছে। বিশেষ করে ২০১২ সালে ইউরো এলাকায় সংকটের সময়ে ইসিবির তৎকালীন প্রধান মারিও দ্রাগি 'ওয়াটএভার ইট টেকস্' শীর্ষক ভাষণে যে কোনো মূল্যে ইউরো বাঁচানোর অঙ্গীকার করে গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছিলেন। তবে অসময়ে সুদের হার বাড়ানো বা কমানোর ক্ষেত্রে ইসিবির কিছু ভুলত্রুটি নিয়ে সমালোচনা হয়েছে।

২০৪৭ সালের ১০০ তম স্বাধীনতা দিবসে ভারতকে বিশ্বের সর্বশক্তিমান দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে নিযুক্তি পাওয়া যুবক যুবতীদের প্রতি আহ্বান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের

নিযুক্তি পাওয়া প্রত্যেককে নিজের মাবাবার প্রতি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি গরিবকে সাহায্য করার উপদেশ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা
প্রাবন্ধিক

যেন এক অপরূপ দৃশ্য। সরকারি চাকরিতে নিযুক্তি পাওয়া ৪৪৭০৩ জন যুবকযুবতী ছাড়াও অধিকাংশের সঙ্গে আসা অভিভাবকদের ভিড় মহানগরের খানাপাড়ায় এক জন সমুদ্রের সূচনা করেছিল। এরই মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আহ্বান। ২০৪৭ সালের ১০০ তম স্বাধীনতা দিবসে ভারতকে বিশ্বের সর্বশক্তিমান দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে প্রত্যেককে এগিয়ে যেতে হবে। চাকরি পাওয়া প্রতিজন যুবক-যুবতীর উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কড়া সন্দেশ। নিজের মাবাবাকে অবজ্ঞা করা চলবে না। চিরজীবন মাতা পিতাকে দেখে রাখতে হবে। সরকারি কর্মচারীর দায়িত্ব নিয়ে গরিব দরিদ্র জনতাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিযুক্তি পাওয়া প্রত্যেকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন বিভাগের ১৫ জন প্রার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্তিপত্র তুলে দেওয়ার পর অনলাইনে প্রত্যেককে সেটা ডাউনলোড করে নিতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রতিশ্রুতি হিসাবে এক লক্ষ সরকারি চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ পথ সম্পূর্ণ করে নিয়েছে অসম সরকার। বৃহস্পতিবার মহানগরের খানাপাড়ার পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ময়দানে মোট ৪৪৭০৩ জনকে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠান নিযুক্তি সমারোহের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছাড়াও রাজ্যের প্রত্যেক মন্ত্রী, রাজ্য বিজেপির সভাপতি প্রবেশ কলিতা, বিটিআর এর সিইএম প্রমোদ বড়ো, কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের সিইএম তুলিরাম রংহাং, ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবুলাল গার্লসা সহ রাজ্য সরকারের শীর্ষকর্তারা অংশগ্রহণ করেছেন।

মা কামাখ্যা, শ্রীমন্ত শংকরদেব, ভারত রত্ন ভূপেন হাজারিকার নাম উল্লেখ করে শুরু করা নিজের বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন বলেন এবার নিযুক্তি পাওয়া এই ৪৪৭০৩ জন যুবক যুবতী মিলিয়ে দুই বছরে প্রায় ৮৬ হাজার নিযুক্তি দিয়েছে অসাম সরকার। আগামী ছয় মাসে এই সংখ্যা এক লক্ষ পেরিয়ে যাবে বলে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঘোষণা করেছেন বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অর্থাৎ সরকারের আড়াই বছরে এক লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ হতে চলেছে। যেই রাজ্যে যুবকরা অস্ত্র হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করতেন, অনবরত গুলি বর্ষন, বোমা বিস্ফোরণ, কারফিউ ইত্যাদি পরিস্থিতি ছিল সেই অসম এবার বিপরীত ছবি পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বললেন এটা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের এক বড় এবং উল্লেখযোগ্য উপলব্ধি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন বর্তমান নিযুক্তি পাওয়া যুবক যুবতীরা ২০৪৭ সালের ১০০ তম স্বাধীনতা দিবসে ভারতকে বিশ্বের সর্বশক্তিমান দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। বর্তমান সময়ের মঞ্চে উপবিষ্ট বহু নেতারাই সেই সময়ে হয়তো উপস্থিত থাকবেন না। কিন্তু নিযুক্তি পাওয়া যুবকযুবতীরা নিজেদের ২৫৩০ বছরের অমৃত যুগের চাকরি কালে সেই মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছেন। ফলে তাদের সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন আগের সরকারের সময় নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা ছিল যে তৎকালীন সরকারের চেলা দলীয় কর্মীরা শুধুমাত্র সরকারি চাকরিতে সুযোগ পাচ্ছিলেন। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে মেধার ভিত্তিতে কোনো ধরনের দুর্নীতি ছাড়া স্বচ্ছভাবে নিযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারকে বহু প্রচেষ্টা করতে হয়েছে। রিক্রুটমেঃট বোর্ড গঠনের পাশাপাশি অন্যান্য বহু বদল করা হয়েছে। এরপরেই এভাবে স্বচ্ছ নিযুক্তি সম্ভবর হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন। ফলে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন অনুযায়ী ভারতকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রত্যেকের সহযোগিতার কামনা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এর আগে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ২০২১ সালের ১০ মে দ্বিতীয়বার বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর এক লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তবে সেই সময়ে সেটা তিনি স্বয়ংও জানতেন না কিভাবে এটা সম্ভব হয়ে উঠবে। সরকার গঠনের এক বছর করোনা মহামারীর সঙ্গে লড়াইয়ে অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয় বর্ষে সরকার এ নিযুক্তি প্রক্রিয়া শুরু করতে সক্ষম হয়েছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কোন ধরনের দুর্নীতি ছাড়া মেধার ভিত্তিতে চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর সাধারণ জনতার মনে আস্থার সৃষ্টি হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন অবশেষে প্রত্যেকেই নতুন অসমের কল্পনা বাস্তবে রূপায়ণ করার সাক্ষী হয়েছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুলিশে নিযুক্তির পাশাপাশি তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের জন্য কুটমেন্ট বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। এমনকি পরীক্ষার দিন তিন ঘণ্টার জন্য ইন্টারনেট সেবা কর্তন করেছিল সরকার। কিন্তু এক্ষেত্রে কারো কোন অভিযোগ ছিল না। এর মাধ্যমেই রাজ্যে এক নতুন আসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন এক অদৃশ্য শক্তি তাকে সব সময় কৃপা করে গেছেন। সেই অদৃশ্য শক্তির আশীর্বাদে তিনি এক লক্ষ নিযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি এক তারিখে কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। নিযুক্তি সমারোহে হয়ে উপস্থিত যুবক যুবতীদের হাততালি বাজিয়ে নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহের দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনা জানাতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর তিনি যুবকযুবতীদের নিজেদের মাতা পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফের হাততালি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। যুবক যুবতীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন নিজের মাবাবাকে অবজ্ঞা করলে চলবে না। এটা যেন তিনি ভবিষ্যতে না শোনেন। ফলে চিরজীবন নিজের মাতৃ পিতৃকে দেখাশোনা করার জন্য নিযুক্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক যুবকযুবতীর প্রতি আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

যেহেতু মেধার ভিত্তিতে কোন ধরনের দুর্নীতি ছাড়াই প্রত্যেকে নিযুক্তিপত্র পেয়েছেন ফলে এক্ষেত্রে প্রতি জনের দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন টাটা বা বিরলার সন্তানরা নিযুক্তি পাননি। এই সুযোগ পেয়েছেন দরিদ্র এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকযুবতীরা। ফলে তাদের চাকরি জীবনে দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সাধারণ মানুষকে সেবা প্রদান মূল লক্ষ্য হিসেবে নিতে হবে। এই অসম হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নয়, এটা এই যুবক যুবতীদের অসম। ফলে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজেনীয় বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বছরে বছরে সরকার এই ধরনের নিযুক্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে। বর্তমান প্রত্যেকেই এটা জেনে গেছে যে মেধার ভিত্তিতেই চাকরি সম্ভব। করলে প্রত্যেককে কঠোর পরিশ্রম এবং লেখাপড়া করার জন্য আহ্বান জানান তিনি। তবে শুধুমাত্র চাকরি করলে হবে না উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও যুবকযুবতীদের পদক্ষেপ নিতে হবে। উদ্যোগ গড়ে তুললে দশজনকে চাকরি দেওয়া সম্ভব। ফলে এবার সরকার ২ লক্ষ যুবক যুবতীদের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সাময়িকী

নটি বিনোদিনী

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

নাট্য জগতে নটি বিনোদিনী এক অমর নাম।প্রথম জীবনে একজন বারবণিতা বা একজন বেশ্যা বলেই তার পরিচয় ছিলো কিন্তু পরবর্তী কালে মহাকবি ও নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষের ন্যাশনাল থিয়েটারে এসে তার জীবন বদলে গেলো।এই ন্যাশনাল থিয়েটার ই পরবর্তী কালে স্টার থিয়েটার নামে পরিচিতি লাভ করে যা কলকাতার ধনবান ব্যবসায়ী গুর্মুখ রায় করে দিয়েছিলেন।তিনি বিনোদিনী কে ভালোবাসতেন তাই তার নামে থিয়েটার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিনোদিনী তাতে রাজি হয় নি।অবশেষে গিরিশ বাবুর পত্নী সুরত দেবী স্টার থিয়েটারের নাম করণ করেন ।ন্যাশনাল থিয়েটার ওরফে স্টার থিয়েটারের সংস্থাপক গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।নটি বিনোদিনীর জন্ম ১৯৬৩ সালে কোলকাতা শহরেই হয়েছিলো।বিনোদিনীর মা বারবানিতা অর্থাৎ বেশ্যা ছিলেন তাই তার মা তাকেও এই পথে নিয়ে আসে।নটি বিনোদিনী মাত্র বারো বছর বয়সে ১৮৭৪সালে গিরিশ ঘোষের ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় শুরু করেন ও শেষ করেন তেইশ বছরে।বিনোদিনী মোট ৮০ টি নাটকে ৯০ জনের ভূমিকায় অভিনয় করেন তাদের মধ্যে নিমাই,প্রমীলা,সীতা, দৌপ্রদী, রাধা, আয়শা, কৌকেয়ী, মতিবাই, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি মুখ্য ছিলো।তিনি নিমাই সন্ন্যাসে নিমাই এর অভিনয় করে ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন।ঠাকুর রামকৃষ্ণ ১৮৮৪সালে স্টার থিয়েটারে নিমাই সন্ন্যাস দেখতে আসেন।বিনোদিনী নিমাই এর অভিনয় করতেন।আমি ভবে একা,দাও হে দেখা,প্রাণ সখা রাখো পায়,হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায় এই গান টি গাইতে গাইতে বিনোদিনী প্রতিদিন স্টেজে জ্ঞান হারাতেন।ঠাকুর জ্ঞান শুনতে শুনতে সমাধি লাভ করেন।সমাধি ভঙ্গ হলে ও নাটকের শেষে সকল নট নটিরা ঠাকুর কে প্রণাম করতে আসেন।ঠাকুর সেদিন নটি বিনোদিনীর মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, বল তো মা,আমার সাথে বল,হরি গুরু,গুরু হরি।বিনোদিনী ঠাকুরের সাথে সেই মন্ত্র বললেন।ঠাকুর আশীর্বাদ দিয়ে বললেন, মা,তোর চৈতন্য হউক।ঠাকুরের এই আশীর্বাদ ও মন্ত্র পেয়ে তার নটি জীবন ধন্য হলো।ভগবান যে সবার। ভগবান নট,নটি,পাপী তাপি,পতিত পতিতা,চরিত্র হীন সবার, ঠাকুর মাতাল,ও ল্যাম্পট গিরিশ ঘোষ ও পতিতা নটি বিনোদিনী কে আশীর্বাদ দিয়ে তা তিনি জগৎ কে বুঝিয়ে দিলেন।

ঠাকুর জগতের পাপ গলায় ধারণ করে কেন্সার রোগে আক্রান্ত হলেন।১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারী তে তিনি ভক্তদের জন্য কল্পতরু হলেন ও ভক্তদের কে আধ্যাত্মিক ধন রত্ন উজাড় করে বিলিয়ে দিলেন।নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন ও তোমাদের সবার চৈতন্য হউক বলে সবাই কে আশীর্বাদ দিলেন।সেদিন কল্পতরুর কাছে অনেকেই গেছিলেন কিন্তু নটি বিনোদিনী যায় নি।পরে একদিন পুরুষ সেজে ঠাকুর কে দেখতে গেছিলেন কাশিপুর উদ্যান বাটিতে।ঠাকুর বিনোদিনীর পুরুষ বেশ দেখে বলেছিলেন,,কে বিনোদ এলি কিন্তু সাহেবের বেশে কেন,ভক্তেরা বোধহয় ঢুকতে দেয় নি।

বিনোদিনী ঠাকুর কে প্রণাম করে বললেন, তুমি আমায় চিনলে কি করে ঠাকুর।

ঠাকুর হেঁসে বললেন, যাবার সময় চৈতন্য কে না চিনলে কি চলে গো।

ঠাকুরের কথা শুনে বিনোদিনী হো হো করে কেঁদে ফেললেন।

ঠাকুর বললেন, কাঁদিস নে মা,কাঁদিস নে,শরীর থাকলেই রোগ হয় আর জন্মালেই মরতে হয়।

হ্যা,মা কল্পতরুর কাছে কত লোক এসেছিলো,তুই এসেছিলি কিনা।

বিনোদিনী বললেন, না,ঠাকুর আসি নি।

ঠাকুর বললেন, কেন?

বিনোদিনী বললেন, না চাইতেই যিনি সব কিছু দিয়েছেন তার কাছে চাইবার কিছু নেই ঠাকুর।

ঠাকুর খুশি হয়ে বললেন, বেশ বলেছিস মা,বেশ বলেছিস।সব দেওয়ার জন্য যে প্রাণ খুলে বসে আছে তার কাছে চাইতে যাবো কেন।এই তো মা,তোর চৈতন্য হয়েছে।যা আর তোর কোনো ভয় নেই।এই বলে ঠাকুর তাকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ দিয়ে বিদায় দিলেন।ঠাকুর ১৮৮৬সালের১৬ই আগস্ট নর লীলা সাঙ্গ করলেন আর বিনোদিনী ১৮৮৭সালের পয়লা জানুয়ারী তে মাত্র তেইশ বছর বয়সে থিয়েটার ছাড়লেন ও রাঙা বাবু কে বিয়ে করে সংসার করলেন ও নুতন জীবন শুরু করলেন।১৮৯০সালে তার একটি মেয়ে হয় তার নাম রাখেন শকুন্তলা।কিন্তু মেয়েটি মাত্র তেরো বছর বয়সে দেহ ত্যাগ করে।মন ভেঙে যায় কিন্তু ঠাকুর কে ধরে থাকেন।শান্তি লাভের জন্য নিয়মিত তারা সুন্দরীর সাথে বেলুড় মঠে আসা যাওয়া শুরু করেন।তখন ঠাকুরের শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন।তিনি বিনোদিনী কে খুব স্নেহ ও আদর করতেন ও খাওয়াতেন।বিনোদিনী ১৯১৩ সালে আত্ম জীবনী লেখেন ও ১৯৪১সালে ৭৭ বছর বয়সে রামকৃষ্ণ লোকে যাত্রা করেন।নটি বিনোদিনী নাট্য জগতে নটি কূল সম্রাজ্ঞী উপাধি পেয়েছিলেন।নটি বিনোদিনী নাট্য জগতের সত্যি একজন রত্ন ছিলেন।জন্মে নয় কর্মে মানুষ মহান হয় নটি বিনোদিনী তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

জানা অজানা

মহাতীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম হরিনা, পুস্তক লেখা শুরু

পুস্তকটি আগামী মহালয়াতে উন্মোচিত হবে

ঝাড়খন্ডের প্রসিদ্ধ কবি ও লেখক সুনীল কুমার দে জানালেন, মহাতীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম হরিনা, ইতিহাসিক পুস্তক টি আগামী মহালয়ার দিন হরিনা মন্দির প্রাঙ্গনে উন্মোচিত হবে।গত ২৫ শে মে মুক্তেশ্বর ধাম হরিনাতে রামগড় আশ্রম হাতার অধ্যক্ষ সুধাংশু শেখর মিশ্রের সভাপতিত্বে আশ্রমের পূজারী,কমিটি ও ভক্তদের নিয়ে একটি গুরুত্ব পূর্ণ বৈঠক হলো যেখানে লেখক সুনীল কুমার দে উপস্থিত ছিলেন।বৈঠকে সুনীল কুমার দে বইটির রূপ রেখা কেমন হবে ও কি কি জিনিষ থাকবে সে বিষয়ে বিস্তার পূর্বক সবাই কে জানালেন।বৈঠকে অনেক সদস্য ও ভক্ত মুক্তেশ্বর ধামের কথা ও কাহিনী লেখক কে জানালেন যা তিনি লিপি বদ্ধ করলেন।ইতিপূর্বে খড়বন্দের হেমন্ত কুমার মণ্ডল ও ভালকির শিশির মণ্ডল মুক্তেশ্বর ধাম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানকারী দিয়েছেন।সবার রায় পরামর্শ ও সহযোগ নিয়ে লেখক সুনীল কুমার দে এই ইতিহাসিক বইটি লেখা শুরু করলেন।শুরু করার আগে তিনি মন্দিরে বাবার পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নিলেন।বইটি আগামী মহালয়ার দিনে মুক্তেশ্বর ধামে উন্মোচিত হবে।বইটি ভক্তদের ও তীর্থযাত্রীদের জন্য গাইডের কাজ করবে।এই মহান কাজ করার জন্য আশ্রমের পূজারী,কমিটি ও ভক্তগণ সুনীল বাবু কে ধন্যবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।বৈঠকে লেখক সুনীল কুমার দে ছাড়াও মন্দিরের মুখ্য পূজারী বজরাঙ্কন দণ্ডপাট,সুধাংশু শেখর মিশ্র,শক্তি দাস বাবা,মঙ্গল বাবা,কমল কান্ত নায়ক,বিদ্যাধার সাহু,নিরঞ্জন বারিক,গদাধর বারিক,হিমাংশু নায়ক,পিঃটু নায়ক,অনিরুদ্ধ নায়ক,সঞ্জয় প্রামানিক,মধু সুদন গৌড়, আলি নায়ক,শুরু নায়ক,জন্মেজয় নায়ক প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

প্যারিসের পুড়ে যাওয়া গির্জা পুনর্গঠনের কর্মযজ্ঞ

সুসানে ড্যোরহাগে

আইফেল টাওয়ারের মতো এক ডাকে না চিনলেও নোত্র দাম গির্জা প্যারিসের অন্যতম প্রতীক। ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষতির পর পুনর্গঠনের কাজ পুরোদমে চলছে। কাচের জানালা আবার আগের মহিমায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। ফ্লাভি ভ্যাঁসঁপ্যুতি অত্যন্ত আলতোভাবে কাজের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মাস্টার গ্লাস মেকার হিসেবে তিনি প্যারিসের নোত্র দাম গির্জার জানালার মেরামতি করছেন। সেইসঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের ফলে সৃষ্টি হওয়া কালির ছোপও দূর করতে হচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব গির্জাটি আবার সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়ার পরিকল্পনার কারণে তাঁকে বেশ চাপের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। সে কারণে তাঁরা দুটি শিফটে কাজ করছেন। সকাল ছয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ চলছে। ভ্যাঁসঁপ্যুতি বলেন, ''এই দুঃস্বপ্ন মেরামত করা সত্যি অনবদ্য অভিজ্ঞতা। কারণ সাধারণত আমরা আরও বেশি সময় ধরে কাজ করি। কিন্তু এখানে তো এক ধরনের জরুরি অবস্থা বলা চলে। নোত্র দামের বিশেষ এক প্রতীকী চরিত্র রয়েছে। সেই অবস্থা পুনরুদ্ধার করতেই হবে।'' ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রায় অলৌকিকভাবে গির্জার জানালাগুলি বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু নোত্র দামের প্রতীক হিসেবে পরিচিত গির্জার চূড়াটি নাটকীয়ভাবে ভেঙে পড়ে। বহু দূর থেকে সেটা দেখা যেত। ছাদও ধসে গিয়েছিল। গোটা গির্জাই প্রায় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সেই দুর্ঘটনার পর ফ্রান্সের সরকার উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছিল। পাঁচ বছরের মধ্যে মেরামতির কাজ শেষ করে আরও সুন্দর এক নোত্র দামের দরজা আবার খুলে দেবার অঙ্গীকার করেছিল সরকার। পুনর্গঠন প্রকল্পের উপপ্রধান ফিলিপ জস্ট বলেন, ''এমন গুরুত্বপূর্ণ এক নির্মাণের সাইটে কেবল সেরা মানুষের কাজের অধিকার রয়েছে। টেন্ডারের ক্ষেত্রে আমরা সব কাজের জন্য সেরা মিস্ত্রীদের বেছে নিয়েছিলাম।'' একশোরও বেশি কোম্পানি পুনর্গঠন প্রকল্পে কাজ করছে। এক হাজারেরও বেশি মিস্ত্রী কাজে হাত লাগাচ্ছেন। তবে সবাই কিন্তু মূল সাইটে সক্রিয় নন। ক্যাথিড্রালের জানালাগুলি গোটা ফ্রান্স জুড়ে বিভিন্ন কর্মশালায় পাঠানো হয়েছে। প্যারিসের দক্ষিণে ত্রোইয়ে শহরে ফ্লাভি ভ্যাঁসঁপ্যুতির কর্মশালায়ও একটি জানালা এসেছে। তিনি মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর কাচের অংশগুলি নিয়ে কাজ করছেন। কয়েকটি এমনকি মধ্যযুগে তৈরি। জানালাগুলি ছাড়া ক্যাথিড্রাল খোলা সম্ভব নয়। ফ্লাভি ভ্যাঁসঁপ্যুতি মনে করেন, ''এই সব জানালা ছাড়া পবিত্র পরিবেশ হারিয়ে যাবে, অশুদ্ধ মনে হবে। জানালাগুলি ফিল্টারের মতো প্রাকৃতিক আলোকে ঐশ্বরিক আলোয় পরিণত করে।'' ভেঙে পড়া গির্জার চূড়াও অবিকল আগের মতো করে তৈরি করার কথা। ফিলিপ জস্ট বলেন, ''কাঠের চূড়াটি আবার প্যারিসের আকাশে কয়েক শো মিটার উঁচুতে শোভা পাবে। বহুকাল এমনটা দেখা যায়নি। সে ক্ষেত্রে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর স্থপতি ভিয়োলে ল্যদুকের কৌশল প্রয়োগ করবো।'' গির্জা কর্তৃপক্ষের টাকার কোনো অভাব নেই। মেরামতির কাজের জন্য গোটা বিশ্ব থেকে চাঁদা এসেছে। কিন্তু শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মূল্য শুধু অর্থ দিয়ে চোকানো হচ্ছে না। ফ্লাভি ভ্যাঁসঁপ্যুতি বলেন, ''আমরা সেই মধ্যযুগ থেকে চলে আসা কাচ শিল্পীদের ধারা বহন করছি। প্রত্যেকে এই স্থাপত্য পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বহন করছে।'' আগুনের কালি ও কয়েক'শো বছরের ধুলা দূর করার পর জানালাগুলি একেবারে ঝকমকে ও নতুন রূপে শোভা পাবে। ফলে ক্যাথিড্রালটি অগ্নিকাণ্ডের আগের তুলনায় হয়তো আরো সুন্দর হয়ে উঠবে।

পাঠকের চিঠি

একশ্রেণীর মানুষ মানসিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে

আজকাল একশ্রেণীর মানুষ মানসিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, জীবনে অতিরিক্ত চাপ, অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা ও আরো অনেক কারণে এই মানসিক রোগ হয়ে থাকে। সারাবিশ্বে মানসিক রোগী সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। শরীরের যেমন রোগ হয় তেমনি মনেরও রোগ হয় কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশে এখনো মানসিক রোগ সম্বন্ধে মানুষ সচেতন নয়। মানসিক রোগ আর পাঁচটা রোগের মতনই এই রোগের ডাক্তার আছে ওষুধ আছে এবং সময়মতো চিকিৎসা করালে এই মানসিক রোগ সেরে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার দেশের লোকের এই রোগ সম্বন্ধে সচেতন নয় এবং চিকিৎসা ক ড়াতে চাই না চিকিৎসা করালে ওষুধ খেতে চায় না। এই রোগের কিছু লক্ষণ আছে এবং সে লক্ষণগুলো দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করানো দরকার। মানসিক রোগ হয়ে থাকে তুমি ডিপ্রশনে আছো কখন বুঝবে জানো? চারিদিকে অনেক মানুষ থাকা সত্ত্বেও তোমার নিজেকে খুব একলা মনে হবে। তুমি ভালো আছো কথাটা কাউকে বলার সময় বুকের ভেতর কষ্ট বিঁধবে। হাসির কথাতেও তুমি জোর করে হেসে উঠবে, মন খুলে হাসতে পারবে না। সব কাজেই ভীষণ রকমের বেখেয়ালি হয়ে যাবে, নিজেকেই নিজের অচেনা মনে হবে। তোমার মনের ভেতর সবসময় এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করবে। তোমার বুক চাপা যন্ত্রণার কথাগুলো সবসময় মনে পড়তে থাকে। তোমার আচরণে প্রতিবার খিটখিটে স্বভাব প্রকাশ পাবে। কাউকে কিছু বলতেও ইচ্ছে করবে না, কারো কথা শুনতেও ইচ্ছে করবে না। নিজের ঘরে চার দেওয়ালের মাঝেই তুমি নিজেকে আবদ্ধ করে রাখবে। সব আপন মানুষ গুলোর উপর জানা সব অভিমানে, তাদের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে আনবে। মাঝে মাঝে মনে হবে, হাসির মতন তুমি বোধ হয়ে কাঁদতেও ভুলে গিয়েছো। আবার কখনো কখনো চোখের কোণা বেয়ে জল গাল গড়িয়ে পড়বে, অথচ তুমি টেরই পাবেনা। কারো সাথেই কথা বলতে ইচ্ছে করবে না, বেশির ভাগ সময় চুপ করে শুণ্যে তাকিয়ে থাকবে। নিজের পরিবারকেও কখনো কখনো অনেক দূরের মনে হবে। সবার থেকে আড়ালে দূরে কোথাও চলে যাওয়ার প্রবণতা কাজ করবে। শুন্যতা আর একাকিত্বই নিজের সংগী মনে হবে। সময় যেতে থাকবে কিন্তু, সব কিছুতেই জীবনের ছন্দ হারিয়ে গেছে মনে হবে। এতোটুকু কোলাহলও সহ্য হবেনা, নীরবতা আর অন্ধকার টাই শুধু নিজের মনে হবে। নিজেকে অনুভুতিহীন মনে হবে প্রায় সময়, কোন ব্যাথা বা খুশি তখন তোমার মনকে ছুঁতে পারবে না। অকারণ দুশ্চিন্তা রোগ ভয় ইত্যাদি মনে হবে, ঘুম আসবেনা। অধৈর্য অস্থির মনে হবে নিজেকে, কখনো অন্য মনস্ক হয়ে থাকবে। জীবনকে মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হয়ে,বেঁচে থাকাটা কঠিন মনে হবে। ডিপ্রেশন একটা মানুষের জীবনের সব থেকে ভয়ংকর অধ্যায়। এসময়ে প্রতিটা মুহুর্ত যে কতটা যন্ত্রণার সেটা কেবল সেই মানুষটাই জানে।অনেক কঠিন অসুখেও মানুষ চিকিৎসা পেয়ে সেরে উঠে। কিন্তু ডিপ্রেশন থেকে বের হতে গেলে মানুষের বিশাল যুদ্ধ করতে হয়। সে যুদ্ধ যত কঠিনই হোক না কেন, তোমার জীবনের মূল্যের কাছে কিছুই না। ধৈর্য্য ধরো, নিজের সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য চাও। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাও এবং তাকে দেখাও ওষুধ খাও দেখবে খুব দ্রুত ডিপ্রেশন থেকে বের হয়ে যেতে পারবে। মনে রাখবে, পৃথিবীতে তোমার জন্য যদি সবচাইতে দামী কিছু থেকে থাকে তবে সেটা তোমার জীবন। আর জীবন একটাই। একবার চলে গেলে ফিরে পাওয়া যায় না। জীবনটাকে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করো, দেখবে জীবন তোমাকে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা উপহার দিবে নতুন করে।

জগন্নাথ দত্ত, সিউড়ি, রবীন্দ্রপল্লী, বীরভূম. পশ্চিমবঙ্গ।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, [illegible] বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

জাপানে দুই পুলিশসহ চারজনকে হত্যা, গ্রেপ্তার ১

টোকিও ঃ দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ চারজনকে হত্যার দায়ে জাপানে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে শুক্রবার পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তাদের গুলি করে এবং দুই নারীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ। হামলাকারীর নাম মাসানোরি আওকি। বয়স ৩১। তিনি জাপানের নাকানো শহর পরিষদের স্পিকারের ছেলে। এই ঘটনায় মামলা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে হামলার কারণ জানা যায়নি। নাকানো শহরে হামলার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার বিকালে। ঐ সময় ক্ষেতে কাজ করার সময় এক নারীকে রাস্তা দিয়ে দৌড়ে আসতে দেখার কথা এনএইচকে টেলিভিশনকে জানান স্থানীয় এক ব্যক্তি। ঐ নারী 'আমাকে সহায়তা করুন' বলছিলেন। আর ''তার পেছনে ছদ্মবেশ ধরা এক ব্যক্তি ছিলেন, যার হাতে একটি বড় ছুরি ছিল। ঐ ব্যক্তি ঐ নারীর পেছনে ছুরি চালান,'' বলে জানান ৭২ বছর বয়সি ঐ প্রত্যক্ষদর্শী। এদিকে কিয়োদো নিউজ আরেক প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে জানিয়েছে, হামলাকারী বলছিলেন, ''আমি তাকে হত্যা করেছি, কারণ, আমি এটা করতে চেয়েছি।'' এরপর ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাদের দিকে ঐ হামলাকারী শিকার করার বন্দুক দিয়ে গুলি চালায় বলে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে। এনএইচকে বলছে, পুলিশ কর্মকর্তারা গাড়ির ভেতরে ছিলেন। হামলাকারী তার বন্দুকটি গাড়ির জানালায় ধরে দুইবার গুলি করে। নিহত ঐ দুই পুলিশ কর্মকর্তা হলেন ইয়োশিকি তামাই (৪৬) ও তাকু ইকেওচি (৬১)। এরপর ঐ ব্যক্তি একটি বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়। ঐ বাড়িতে হামলাকারীর মা ও খালাও ছিলেন বলে স্থানীয় গণমাধ্যম বলছে। রাতে ঐ বাড়িতে থাকার সময় মাঝেমধ্যে গুলির শব্দ শোনা গেছে। তবে এর মধ্যে ঐ দুই নারী পালিয়ে যান। গুলিতে আহত ঐ দুই পুলিশ কর্মকর্তা ও ছুরিকাহত নারীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তারা মারা যান। এদিকে সম্ভাব্য ছুরিকাঘাতের পর আরেকজন বয়স্ক নারী প্রাণ হারিয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। তিনি তার বাড়ির বাইরে পড়েছিলেন বলে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি মারা যান। এই হত্যার জন্যও আওকি দায়ী বলে অভিযোগ করা হয়েছে। জাপানে সহিংস ঘটনার উদাহরণ কম। সেখানে বন্দুক আইনও বেশ কড়া। তবে গত জুলাই মাসে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবেকে দিনের বেলায় গুলি করে হত্যা করা হয়। এছাড়া গত মাসে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার দিকে বিস্ফোরক ছোঁড়ার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বাজেট ২০২৩-২৪ ঃ ভোটের আগে 'তৃতীয় যুদ্ধ'

ঢাকা ঃ করোনায় সারা বিশ্বই ছিল বিপর্যস্ত। তা সামলানোর আগেই অর্থনীতিতে নেমে আসে ইউক্রেন যুদ্ধের থাবা। এবার আরেক চ্যালেঞ্জের সামনে বাংলাদেশ সরকার। আসছে জাতীয় নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে গণমুখী বাজেট ঘোষণা কি সম্ভব? সাধারণ মানুষের ওপর রেকর্ড মূল্যস্ফীতির চাপ আর রাজস্ব আদায়ে অদক্ষতা - এই দুই বাস্তবতা বাজেটের অর্থ সংস্থানকে কঠিন করে তুলেছে। পাশাপাশি আইএমএফের শর্ত বাস্তবায়ন, রিজার্ভ আর ডলার সংকটের মতো বিষয়গুলোও মনে রাখতে হচ্ছে সরকারকে। তাই অর্থনীতিবিদদের অনেকেই মনে করছেন, নির্বাচনকে মাথায় রেখে জনতুষ্টির বাজেট করা এবার খুব কঠিন। তবে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, ''আমরা জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখবো। কিন্তু রাজস্ব আয় বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই।'' তারপরও এবারের (২০২৩-২৪) বাজেট হবে সবচেয়ে বড় সাত লাখ ৬১ হাজার ৯৯১ কোটি টাকার। মোট আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পাঁচ লাখ কোটি টাকা এবং ঘাটতি দুই লাখ ৬১ হাজার ৯৯১ কোটি টাকা। এর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিবি) হবে দুই লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকা। চলতি (২০২২-২৩) অর্থবছরের মূল বাজেট ছয় লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকার, যা পরে সংশোধন করে কিছুটা কমানো হয়। ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, রিজার্ভ ও ডলার সংকট, আইএমএফের শর্ত - এইসব বিবেচনায় রেখে জাতীয় নির্বাচনের আগে এই বাজেট পেশ করা হচ্ছে। ফলে সরকারকে জনতুষ্টির বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। তবে পলিসি রিচার্স ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ''নির্বাচন সামনে থাকলেও বাজেটে জনতুষ্টির তেমন সুযোগ নেই। আর এত বড় বাজেটের অর্থ কোথা থেকে আসবে সেটাই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ। এবার বাজেটের আকার হবে ২৫ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ১২ বিলিয়ন বাইরে থেকে এলে এর রিপেমেঃট হবে দুই বিলিয়ন। থাকছে ১০ বিলিয়ন ডলার। ডমেস্টিক অর্থনীতি থেকে আরো ১৫ বিলিয়ন ডলার জোগাড় করতে হবে। মানে এক লাখ ৫৫ হাজার কোটি টাকা। আমাদের রাজস্বঘাটতি আছে। এখানে তো অনেক চ্যালেঞ্জ। এত টাকা তো দিতে পারবে না। তাহলে কী হবে? আমাদের টাকা ছেপে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। তাতে অর্থনীতি দুর্বল হবে, মূল্যস্ফীতি আরো বাড়বে, বাজারে চাপ সৃষ্টি হবে।'' সিপিডির ডিস্টিংগুইশড ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ''ঘাটতি বাজেটের অর্থায়ন কীভাবে হবে এটা অবশ্যই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই অর্থ কোথা থেকে সরকার জোগাড় করবে, এটা কি ব্যাংকিং সেক্টর থেকে ঋণ নেবে, না কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেবে, না বৈদেশিক ঋণ নেবে সেটা সরকারকে নির্ধারণ করতে হবে।'' চলতি (২০২২-২৩) অর্থবছরের প্রথম ৯ মাস, অর্থাৎ জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা। আর ১২ মাসে এই ঘাটতি হতে পারে ৪০ হাজার কোটি টাকা। এর বাইরে আরো যে বড় চ্যালেঞ্জ আছে তা হলো উচ্চ মূল্যস্ফীতি। এখন মূল্যস্ফীতির সাধারণ হার ৯.৩৩। খাদ্যপণ্যে এটা আরো বেশি। এই মূল্যস্ফীতির কারণে অনেকের আয় কমেছে, ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। আর সেজন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিস্তৃতি ঘটাতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা যদি না বাড়ানো যায়, তাহলে রাজস্ব আদায়ের টার্গেট পূরণ হবে না। উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন এই অর্থ বছরের প্রথম ১০ মাসে মাত্র ৫০ ভাগ হয়েছে। বিদেশি ঋণের যেসব প্রকল্প পাইপ লাইনে আছে সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা হলে তার একটা প্রভাব রিজার্ভে পড়বে। অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান মনে করেন, ''নির্বাচনের আগে বাজেট হলেও তথাকথিত জনতুষ্টির বাজেট করার সুযোগ নাই।তবে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনি বাড়াতে হবে। সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব পড়ে এমন পণ্যে হয়তো নতুন কর আরোপ করা হবে না। তবে বিলাস পণ্যে কর বাড়বে। করমুক্ত আয়সীমা বাড়তে পারে।'' সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর নির্বাহী পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান মনে করেন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলেও এটা নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপ পর্যাপ্ত নয়। প্রকৃত অর্থে কোনো জরিপও করা হয়নি যে কী পরিমাণ মানুষ মূল্যস্ফীতির চাপে আছে। এখন বিশ্ববাজারে জিনিসপত্রের দাম কমে এলেও এখানে কমছে না। এই প্রেক্ষাপটে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বিস্তৃত করতে হবে। তার কথা, ''গত দুই-তিন বছর ধরে দেখা যাচ্ছে রাজস্ব আদায় পিছন দিকে হাঁটছে। আর নানা ধরনের অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনাও দেখা গেছে। বিশেষ করে বিনিময় হার, সুদেরহ হার এইসব বিষয়ে যথা সময়ে যথা সিদ্ধান্ত না নিতে পারার কারণে আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতি বড় ধরনের চাপের মুখে আছে। ব্যাংক ও আর্থিক খাতে যে সংস্কারগুলো প্রয়োজন, সেগুলো করা হয়নি।'' আগের নির্বাচনগুলোর সময় অর্থনীতি এত বহুমুখী চাপের মুখে ছিল না। এবার আইএমএফের শর্তগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে জনতুষ্টির ভাবনা দূরে রাখতে হবে। ভর্তুকি নিয়ে সরকার উভয়সংকটে আছে। রপ্তানি আর রেমিট্যান্সও খুব যে ভালো অবস্থায় আছে তা মনে করেন না অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান।তিনি মনে করেন,জাতীয় প্রবৃদ্ধিও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হবে। এসব অনেকটা মেনে নিয়েই পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, ''আমাদের রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। আমাদের বড় বড় বেশ কিছু প্রকল্প শেষের দিকে আছে, সেখানে বেশ টাকা দিতে হচ্ছে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি নিয়ে মানুষের আশা আরো বাড়ছে। আর মূল্যস্ফীতি, ডলারের দাম বেড়ে গেছে। বাইরে থেকে অনেক কিছু আনতে হয়। এগুলো আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ।'' তিনি বলেন, ''আন্তর্জাতিক বাজারে যেমন নিত্য পণ্যের দাম বেড়েছে তেমনি দেশের ভেতরে সাপ্লাইচেইন বাধাগ্রস্ত করেও সংকট বাড়ানো হয়েছে।'' তার কথা, ''আমরা চলমান জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো অব্যাহত রাখবো। আর আশা করি বাজেটর অর্থ সংস্থান নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না।''

রাজ্যের হিন্দু বাঙালিদের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে হুংকার সারা অসম বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশনের

অন্যথায় মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে সমর্থন এবং সহযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখার ইঙ্গিত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সারা অসম বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশন একমাত্র হিন্দু বাঙালিদের স্বার্থ সুরক্ষা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে খোলাখুলি ভাবে সমর্থন এবং সহযোগ জানিয়েছিল। কিন্তু হিন্দু বাঙালিদের সমস্যার সমাধান হয়নি। আজও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু বাঙালিদের বিদেশি নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। প্রায় ৯-১০ লক্ষ হিন্দু বাঙালি আধার কার্ড থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। ফলে এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দিয়েছে সংগঠনটি। অন্যথায় সরকারকে সহযোগ এবং সমর্থনে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে। তাছাড়া দিল্লির জন্তর মন্তরে অনির্দিষ্টকালীন অনশনে বসার হুংকার দিয়েছে সারা অসম বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশন।

বর্তমান অসমের নাগরিক হিসেবে বসবাসকারী হিন্দু বাঙালিরা ব্যাপক সমস্যায় ভুগছেন বলে মন্তব্য করেছেন সারা অসম বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মহানন্দ সরকার দত্ত। সরকারকে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি মহানগরের গণেশগুড়ি স্থিত দিশপুর প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করা হয়েছিল। এই সাংবাদিক বৈঠকে ফেডারেশনের সভাপতি প্রথমত এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের জন্য এক্ষেত্রে সিবিআই তদন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তাছাড়া দুই শিশু নির্যাতনকারী ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্তকে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সারা অসম বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মহানন্দ সরকার দত্ত বলেন ১৯৯০ সালের গঠন হওয়া এই সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু বাঙ্গালীদের সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেদের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এনআরসি প্রক্রিয়ায় বাযোমেট্রিক্স জমা দেওয়া অধিকাংশ ব্যক্তিরা আজ অবধি আধার কার্ড বানাতে সক্ষম হচ্ছেন না। এই ধরনের রাজ্যে মোট ৯-১০ লক্ষ হিন্দু বাঙালি রয়েছেন বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন আধার কার্ড না থাকার ফলে এই ব্যক্তিরা নিজেদের জীবনে বহু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। মহিলারা পেনশন পাচ্ছেন না, অনেকের রেশন কার্ড হয়নি, অনেকের আবার ব্যাংকের একাউন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের যে ক্ষতি হচ্ছে সেই ক্ষতিপূরণ কে দেবে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন ফেডারেশনের সভাপতি। ফলে এই আধার কার্ডের সমস্যা অতি শীঘ্র সমাধান করার প্রয়োজনীতা রয়েছে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে প্রতিবাদী কার্যসূচি পালনের সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই সমস্যা সমাধানের আবেদন জানানো হয়েছিল। প্রত্যেকেই সমস্যার সমাধানে আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে সেটা আজও হয়ে ওঠেনি বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন সভাপতি মহানন্দ সরকার দত্ত। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকেও এক্ষেত্রে আবেদন জানানো হয়েছিল। তিনিও আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। গত নির্বাচনের আগ মুহূর্তে বাসুগাঁও অনুষ্ঠিত সভায় মুখ্যমন্ত্রীকে ফেডারেশনের তরফে খোলাখুলি ভাবে সমর্থন জানানো হয়েছে। এমনকি সেই সময় এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করে তাকে পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতা করার ঘোষণা করেছিল সারা অসম বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশন। হিন্দু বাঙ্গালীদের ৯৯ ভোট পেয়েছে এই সরকার। কিন্তু এরপরও তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে এবার আগামী জুনে অনুষ্ঠেয় ফেডারেশনের এক্সিকিউটিভ সভায় মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন এবং সহযোগিতা করার বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করা হবে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। বাঙালি সংগঠনটির সভাপতি। তিনি বলেন শুধুমাত্র আধার কার্ড নয় আরো বহু সমস্যা রয়েছে বাঙ্গালীদের। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু বাঙ্গালীদের বিদেশি নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। শুধুমাত্র ওদালগুড়ি জেলাতে গত এক মাসে ৩৫ জনকে বিদেশি নোটিশ পাঠানো হয়েছে যার মধ্যে ২৪ জন হিন্দু বাঙালি রয়েছেন। ফেডারেশনের সভাপতি বলেন হিন্দু বাঙ্গালীদের প্রতি এই অন্যায় মেনে নেওয়া যায় না। বিদেশি নোটিশের পাশাপাশি ডি ভোটারের সমস্যাও রয়েছে। হিন্দু বাঙালিরা কখনোই নাগরিকত্ব বিল অর্থাৎ কা এর দাবি করেননি। অথচ এর জন্য তাদেরকেই দায়ী করা হয়েছে। সরকার চাইলে ইমিগ্রেশন এক্সপানশন ফর আসাম আইন কার্যকর করে হিন্দু বাঙ্গালীদের নাগরিকত্ব দিতে পারে। ১৯৫০-৫১ সালের জমির নথিপত্র থাকা ব্যক্তিদের হেনস্থা করা হচ্ছে। বিদেশি নোটিশ পাঠিয়ে তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখার ষড়যন্ত্র চলছে। শিলাপাথার, ধলা কান্ডের আজ পর্যন্ত সঠিক তদন্ত হয়নি বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন তিনি। সভাপতি মহানন্দ সরকার দত্ত বলেন রাজ্যে বৃহত্তম অসমীয়া জাতি গঠনের ক্ষেত্রে হিন্দু বাঙালিরা সমানভাবে অংশগ্রহণ এবং যোগদান করছেন। নিজেদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এরপরেও একাংশ দুষ্কৃতী অসমীয়া এবং বাঙালির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পাশাপাশি ভাতৃঘাতী সংঘাত করাতে চাইছে। এক্ষেত্রে সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সংগঠনটি সভাপতি বলেন ২০২২ সালের ৭ নভেম্বর একইভাবে এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করে নিকল স্কুলের ছাত্রী স্নিগ্ধাশিখা দাসের মৃত্যুর তদন্ত এবং প্রদীপ শীলের অপহরণ কাণ্ডের তদন্তের দাবী জানানো হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। হিন্দু বাঙালিরা প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতারিত হয়েছেন। এই জাতি জনগোষ্ঠীর জনপ্রতিনিধিরা একেক জন অকর্মণ্য। এই জনপ্রতিনিধিরা হিন্দু বাঙ্গালীদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করার পাশাপাশি তাদের ভাগ করার প্রয়াস করার নজির রয়েছে। সারা অসম বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশন এদের সমস্যার সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দাবি উত্থাপন করেছে। এরমধ্যে হিন্দু বাঙ্গালীদের স্যাটেলাইট কাউন্সিল প্রদান করা এক উল্লেখ যোগ্য দাবি। ফলে হিন্দু বাঙ্গালীদের প্রতিটি দাবি নিষ্পত্তি করার জন্য সরকারকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। এই দাবিগুলো পূরণ করা না হলে আগামী দুই তিন মাস পর অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে দিল্লির যন্তর মন্তরে উপস্থিত হয়ে সারা অসম বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশন আমরণ অনশন কার্যসূচি পালন করবে বলে ঘোষণা করেন সভাপতি মহানন্দ সরকার দত্ত। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বিটিআর এলাকার যেকোনো জেলাতে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় অধিবেশন আয়োজন করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনটির কার্যকরী সভাপতি উৎপল সরকার ছাড়াও কেন্দ্রীয় উপ সভাপতি ধনঞ্জয় নাথ, বাপ্পি সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সুব্রত সেট, সহ-সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী, ধেমাজি জেলা সভাপতি কালন দেবনাথ, বরপেটা জেলা সভাপতি নীলকান্ত কর্মকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অপরাধী বিচার প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য নিয়ে গুয়াহাটিতে জাতীয় ফরেনসিক সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের

রাজ্যে ব্যাপক হারে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পরিবর্তনের দাবি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং তদন্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ দিন। অপরাধী বিচার প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য নিয়ে গুয়াহাটিতে জাতীয় ফরেনসিক সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গুয়াহাটি ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতলে অস্থায়ীভাবে নির্মাণ করা ক্যাম্পাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গুজরাট স্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অসম সরকারের মৌ স্বাক্ষর হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় ফরেনসিক সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জে এম ব্যায়াসের রচনা করা একটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি রাজ্যবাসীকে উৎসর্গ করে অসম পুলিশে সেবা সেতু মোবাইল পর্টাল তথা অ্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। রাজ্যের পুলিশ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার ফলাফল হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা এবং অপরাধ জনিত সমস্যার ব্যাপক সমাধান হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। পূর্বের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার প্রায় একটা নাগাদ গুয়াহাটির লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, সাংসার দিলীপ শইকিয়া, বিজেপির রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতা প্রমুখ তাকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান। এরপর মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফরেনসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন এই দিনটি শুধুমাত্র অসম নয় সারা উত্তর-পূর্বের জন্য অপরাধী বিচার প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এক সুবর্ণ দিন। নিজের বক্তব্যের শুরুতে স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজবিহারী বোসকে স্মরণ করে তিনি বলেন গুয়াহাটি ক্যাম্পাস জাতীয় ফরেনসিক সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয় (এনএফএসইউ) এর সারা বিশ্ব হিসাবে গণনা করলে দ্বাদশ এবং ভারতে দশম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণের স্বার্থে ৫০ একর জমি দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি বলেন প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার ব্যয় সাপেক্ষে নির্মীয়মান এ বিশ্ববিদ্যালয় তিন থেকে পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রীরা গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গেজুয়েট অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন এই ফরেনসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ব্যাপক নিযোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। মোদি সরকার বিভিন্ন আইনে কিছুটা পরিবর্তন করতে চলেছে। ব্রিটিশ সরকার আমল থেকে প্রচলিত আইন গুলির সংশোধনের প্রযোজনীয়তা রয়েছে। এই আইন পরিবর্তনের ফলে কনভেনশন রেট বাড়ানো সম্ভব হবে। তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে এজাহার দাখিল হলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে তদন্ত করানো বাধ্যতামূলক হতে চলেছে। এর কারণ ভবিষ্যতে ফরেন্সিকের অধ্যয়ন করা ছাত্রছাত্রীদের চাকরির ক্ষেত্রে ব্যাপক চাহিদা বাড়বে বলে মন্তব্য করেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন এনএফএসইউ এর জব প্লেসমেন্ট ১০০। তাছাড়া এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বহু সুযোগ রয়েছে। উত্তরপূর্বক ছাত্রছাত্রীদের ফরেন্সিক বিষয়ে অধ্যয়ন করার জন্য দিল্লি অথবা গুজরাট যাওয়ার প্রয়োজন নেই। উত্তর পূর্বেই তারা এই সুযোগ পাবেন। ফলে উত্তর-পূর্বের ছাত্র ছাত্রীদের এই বিষয়ে অধ্যয়ন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বর্তমান পাঁচটি কোর্স এখানে শুরু হলেও পর্যায়ক্রমে চল্লিশটি কোর্স শুরু করা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুয়াহাটি ক্যাম্পাস নির্মাণ হওয়ার পর ভারতের প্রতিবেশী বাংলাদেশ ভুটান ইন্দোনেশিয়া মায়ানমার ইত্যাদি দেশে গুলো এর সুবিধা নিতে পারবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। পুলিশিং ব্যবস্থাতে মূলত আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ তদন্ত এবং দোষীকে শাস্তি দেওয়া এই তিনটি মূল বিষয় রয়েছে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে ফরেন্সিক এর প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়াও বদলে গেছে। বর্তমান থার্ড ডিগ্রির যুগ নেই। এর প্রযোজনীয়তা নেই। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে বৈজ্ঞানিক মাধ্যমে অপরাধী থেকে সত্য কথা উদঘাটন করতে হবে। এক্ষেত্রে ফরেন্সিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অবদান রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন কনভেনশন রেট অর্থাৎ দোষীকে শাস্তি দেওয়ার অনুপাত ৮৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার লক্ষ্য ধার্য করতে হবে। এই হার কানাডায় ৬২ শতাংশ ইংল্যান্ডে ৮৫ শতাংশ, আমেরিকায় ৯০ শতাংশ রয়েছে। ফলে অপরাধী বিচার প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার জন্য পুলিশের ব্যবস্থায় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের। বর্তমান সময়ে মোবাইল ফরেনসিক সাইন্স এর ব্যাপক চাহিদা এবং প্রযোজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে অসমে এই ধরনের ব্যবস্থা শুরুর চিন্তা ভাবনা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন প্রতিটি রাজ্যের ফরেনসিক ল্যাবের আধুনিকীকরণ, আঞ্চলিক ফরেন্সিক ল্যাব গঠন এবং জেলা পর্যায়ে মোবাইল ফরেন্সিক সাইন্স ল্যাব স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অসম পুলিশের নানা পদক্ষেপের প্রশংসা করে তিনি বলেন এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছেন। উত্তর পূর্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনটি সংগঠনের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। ৮ হাজার যুবক সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন বলে উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যে ব্যাপক ভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পরিবর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে কনভেনশন রেট পূর্বের তুলনায় অধিক হয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে কোন অপরাধমূলক ঘটনা এভিডেন্স তথা প্রমাণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে অপরাধী বিচার প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে কনভেনশন রেট বৃদ্ধি করা অত্যাধিকভাবে প্রযোজনীয় বিষয়। এর মাধ্যমেই সমাজে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করা সম্ভব। তবে অসমে এই বিষয়টি দুর্বল হয়ে থাকার জন্য আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা যতদূর এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল সেটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠেনি। বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে সাক্ষীদের পরবর্তী সময়ে আদালতে গিয়ে নিজেদের বক্তব্য বদলিয়ে ফেলার নজির রয়েছে। এর ফলে অপরাধীদের শাস্তির ক্ষেত্রে বহু সময়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তবে ফরেন্সিক বিজ্ঞানের ব্যবহারের মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। ফারেন্সিকের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন অসম এবার থেকে নলেজ স্টেট হিসেবে এগিয়ে যাবে। মহানগরের পার্শ্ববর্তী এলাকা চাংসারির মলং এ ফরেনসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন সেখানে নির্মাণ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে অস্থায়ী ক্যাম্পাসের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবেন। অসম পুলিশের বর্তমান ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্তি করার প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমান অসম পুলিশের ৪২ জন অফিসার ফরেন্সিকের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। আগামী দিনে ৫০০ জন পুলিশকে ফরেন্সিকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া এদিন অনুষ্ঠান ভাবে উদ্বোধন করা অসম পুলিশের পোর্টালের মাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তি বিশেষ করে ভুক্তভোগী মহিলারা নিজের বাড়ি থেকেই ইএফআইয়ের মাধ্যমে ২৪ ঘঃটার যেকোনো সময়ে নিজেদের অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। তাছাড়া একা থাকা জ্যৈষ্ঠ নাগরিকদের এই পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করে তাদের উপর যাতে কোন ধরনের অপরাধ সংগঠিত না হয় সে ক্ষেত্রে নজর রাখা যাবে। একইভাবে যেকোনো ধরনের পুলিশ ভেরিফিকেশন, সভা সমিতি অনুষ্ঠান আযোজনের অনুমতি ইত্যাদি বিষয়গুলি অনলাইনের মাধ্যমে পাওয়া যাবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান ২০২১ সালে প্রতি লক্ষ হিসাবে ৩৮৪ টি অপরাধের মামলা সংঘটিত হতো। বর্তমান সেটা কমে ২১৫ টি হয়েছে। ২০২১ সালে এক লক্ষ ১০৯০৮১ টি বিচারাধীন মামলা ছিল। বর্তমান সেটা কমে ৫৬ হাজার হয়েছে। ২০২১ সালে প্রতি মাসে ১১১১০ টি অপরাধ জনিত এজাহার দাখিল করা হতো। তবে বর্তমানে এই সংখ্যা হয়েছে ৬২৪৩ টি। কনভেনশন রেট ৫.৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ শতাংশ হয়েছে। রাজ্যে মোট ৫৬৭৯ ড্রাগসের মামলায় ১৪৩৬ কোটি টাকার ড্রাগস জব্দ করা হয়েছে। মহিলা জনিত অপরাধ ২৯০৪৬ থেকে কমে বারো হাজার হয়েছে। বর্তমান রাজ্যে শিশু জনিত অপরাধ, মানব সরবরাহ অপরাধ নিম্নগামী হয়েছে। দুর্নীতির অপরাধে ১০৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, ৫৬ জন পিএফআই সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছে, দশটি জেহাদি মডিউল ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কার্বি, বড়ো আদিবাসীদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

টানা চারবার লিগ জিতে কিংসের ইতিহাস

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ উৎসবের প্রস্তুতি ছিল আগে থেকেই। গ্যালারিতে অর্ধেকের বেশি ভরে গিয়েছিল লাল টিশার্ট পরা দর্শকে। বসুন্ধরা কিংসের পতাকা আর ঢোলবাদ্য নিয়ে সময়টা উপভোগ করেছিলেন তাঁরা পুরো ম্যাচে। শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক এক মুহূর্তের সাক্ষী হলো আজ কিংস অ্যারেনা। প্রথমার্ধে নাটকীয়তার পর দ্বিতীয়ার্ধে একপেশে হয়ে পড়া ম্যাচ দেখেছে ১০টি গোল! শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্রকে ৬-৪ গোলে হারিয়ে টানা চতুর্থবার প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ জিতে নিয়েছে কিংস। ৪ গোল করেছেন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার দরিয়েলতন গোমেজ। তাঁর নৈপুণ্যের দিনে কিংস গড়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের কোনো ক্লাব দলই টানা চারটি লিগ শিরোপা জেতেনি। ১৯৮৩-৮৫ সাল পর্যন্ত টানা তিনবার জেতে আবাহনী। ১৯৮৬ থেকে '৮৮-৮৯ পর্যন্ত টানা তিন লিগ ঘরে তোলে মোহামেডান। ২০০৭ সালে পেশাদার লিগ চালুর পর প্রথম তিনবার চ্যাম্পিয়ন আবাহনী। তবে কোনো দলই পারেনি টানা চারটি লিগ জিততে। আজ সেই কীর্তি প্রথমবার গড়ল কিংস। সেটাও তিন ম্যাচ হাতে রেখেই, লিগটাকে একপেশে বানিয়ে। স্বাধীনতার আগে ১৯৫৩ ও '৫৪ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ঢাকা ওয়ান্ডারার্স। ১৯৫৫ সালের লিগেও তারা এগিয়ে ছিল। কিন্তু বন্যার কারণে সেই লিগ শেষ হয়নি। পরের বছর ওয়ান্ডারার্সই চ্যাম্পিয়ন হয়। বন্যার কারণে সেই লিগ পরিত্যক্ত না হলে হয়তো টানা চার লিগ জেতা হতো ওয়ান্ডারার্সের।

স্বাধীনতার পর প্রথম কোনো দল হিসেবে টানা চারবার চ্যাম্পিয়ন হতে আজ শেখ রাসেলের বিপক্ষে জয় দরকার ছিল কিংসের। তবে শুরুতে ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে শেখ রাসেল পরে ২-১ গোলে এগিয়ে যায়। সুজন ও দীপক গোল করেন। কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার পর খেলাটা আর ধরে রাখতে পারেনি রাসেল। ছন্নছাড়া রক্ষণ গোল খেয়েছে উদার হয়ে। ম্যাচের প্রথম গোল করেছেন দরিয়েলতন। এরপর কিংস ২-১ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর ২-২ করেন রবসন রবিনিও। ৩-২ করেন কিংসের তরুণ ফরোয়ার্ড মোরসালিন। বাকি সময়টা শুধুই দরিয়েলতনের। চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ গোল করে দরিয়েলতন একাই নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন শেখ রাসেলকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোল খেয়েছেন অভিজ্ঞ গোলকিপার আশরাফুল ইসলাম। ৬-৩ হওয়ার পর ম্যাচের শেষ ক্ষণে পেনাল্টিতে ৬-৪ করেন নাইজেরিয়ার স্ট্রাইকার ইকেচুকু। ম্যাচ শেষ হওয়ার মিনিট পাঁচেক আগে জ্বলে ওঠে ফ্লাডলাইট। দারুণ লাগছিল কিংস অ্যারেনা। তাতে আরও উজ্জ্বল লাগে কিংসকে।

৮৬ বছর পর ফ্রেঞ্চ ওপেনে চীনের পদচিহ্ন

প্যারিস ঃ ২০২২ সালের মার্চেও টেনিসের বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ১ হাজার ৮৬৯ নম্বরে ছিলেন উ ইবিং। দুর্দান্ত উত্থানের গল্প লিখে এক বছর পর ২৩ বছর বয়সী এই তরুণ এখন ৫৯ নম্বরে। চায়নিজ খেলোয়াড়দের মধ্যে সেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে অবস্থান করা উ এবার লিখেছেন নতুন ইতিহাস। সঙ্গে আছেন ঝাং ঝিঝেন ও শাং ঝানচেং। আট দশকের বেশি সময় পর এবারই প্রথম ফ্রেঞ্চ ওপেনের মূল পর্বে খেলবে চীনের পুরুষ খেলোয়াড়েরা।

এর আগে ১৯৩৭ সালে রোলা গাঁরোতে চীনের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন খো সিনখেই ও চোয় ওয়াইচুয়েন। এরপর ৮৬ বছর কেটে গেছে, চীনা পুরুষদের কেউ ফ্রেঞ্চ ওপেনের মূল পর্বে জায়গা করতে পারেননি। উ, ঝাং আর শাং যে এবার ইতিহাস গড়তে পারেন, সে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল মাস চারেক ধরে। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ড্রতে ছিলেন এই তিনজন। এর মধ্যে উ এবং ঝাং সরাসরি আর শাং ওয়াইল্ড কার্ড নিয়ে।

প্রথম চীনা খেলোয়াড় হিসেবে ২০২২ ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছিলেন উ। দেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এ বছরের শুরুতে ডালাসে এটিপি ট্যুরও জেতেন তিনি। উত্থান ঘটে র‍্যাঙ্কিংয়েও। এবার ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রথম রাউন্ডে জায়গা করার মাধ্যমে ন্যূনতম ৭৪ হাজার ৩০০ মার্কিন ডলার প্রাইজমানি নিশ্চিত করে ফেলেছেন।

২৬ বছর বয়সী ঝাং বর্তমানে র‍্যাঙ্কিংয়ের ৭০ নম্বরে আছেন। টেনিসের উন্মুক্ত যুগে প্রথম চীনা পুরুষ হিসেবে গত বছর উইম্বলডনে খেলেছিলেন তিনি। র‍্যাঙ্কিংয়ের ১০০-এর ভেতরে প্রবেশ করা প্রথম চীনা খেলোয়াড়ও ঝাং। ২০২১ ফ্রেঞ্চ ওপেনের বাছাই থেকে বিদায় নেওয়া ঝাং সবশেষ মাদ্রিদ মাস্টার্সে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত খেলেছেন, হারিয়েছেন সেরা ত্রিশের ভেতরে থাকা ডেনিস শাপোভালোভ, ক্যামেরন নরি ও টেলর ফ্রিটজকে। গতকাল বৃহস্পতিবার তৃতীয় চীনা টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে ফ্রেঞ্চ ওপেনের মূল পর্বে জায়গা করে নেন শাং। ১৮ বছর বয়সী এই তরুণ বাছাইয়ের শেষ ধাপে আর্জেন্টিনার রেনজো অলিভোকে হারান।

ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রথম রাউন্ডে ঝাংয়ের প্রতিপক্ষ র‍্যাঙ্কিংয়ের ৩২ নম্বরে থাকা সার্বিয়ার দুসান লাওভিচ এবং উর প্রতিপক্ষ র‍্যাঙ্কিংয়ের ৩৫ নম্বরে থাকা স্পেনের রবার্তো বাতিস্তা। বাছাই চলমান থাকায় শাংয়ের প্রতিপক্ষ এখনো ঠিক হয়নি। ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রথম রাউন্ড শুরু হবে ২৮ মে।

সরে যাচ্ছেন মেয়েদের সফল কোচ গোলাম রব্বানীও

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ একের পর এক অবসরের চলে যাচ্ছেন নারী ফুটবল দলের সদস্যরা। আজই জাতীয় দল থেকে অকাল অবসরে গেছেন সাফজয়ী দলের অন্যতম স্ট্রাইকার সিরাত জাহান স্বপ্না। তাঁর অবসরের মধ্যেই বড় খবর এল, জাতীয় নারী দলের সফল কোচ গোলাম রব্বানীও সরে যাচ্ছেন। কোচের দায়িত্ব ছাড়ছেন তিনি। গোলাম রব্বানী আজ বলেন, 'আমি আর কোনো টুর্নামেন্ট করব না জাতীয় দলের হয়ে। বিষয়টি আমি অফিসিয়ালি চিঠি দিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে জানিয় দেব বাফুফেকে। বলতে পারেন আমি আর এ মাসটা আছি। আগামী মাস থেকে নারী দলের দায়িত্বে আর থাকছি না।' কেন এই সিদ্ধান্ত, জানতে চাইলে বলেন, 'অনেক তো করলাম। অনেক চাপ। পারিবারিক জীবন আছে। বন্ধুবান্ধব আছে। কাউকেই সময় দেওয়া হয়নি। ওদিকে মহিলা দলের ওপর সবার প্রত্যাশা বাড়ছে। আমি মনে করি, অনেক হয়েছে। এবার সরে যাই। এ কারণে আমি আর মেয়েদের কোচ হিসেবে থাকছি না।' বাংলাদেশের নারী ফুটবল আজকের যে অবস্থানে এসেছে, তাতে বড় অবদান গোলাম রব্বানীর। এক যুগ ধরে নারী দলের সহকারী কোচ, প্রধান কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। এনে দিয়েছেন অনেক সাফল্য। বাংলাদেশের নারী ফুটবলের প্রতীক বলা যায় তাঁকে। সেই তিনি সব কথা মুখে না বললেও বোঝা যায় কোথাও একটা অভিমান আছে। যোগ্য সম্মান না পাওয়ার আক্ষেপ আছে। ৫৪ বছর বয়সী গোলাম রব্বানী বলেছেন, বাফুফের চাকরি ছাড়লেও নারী ফুটবল নিয়ে কাজ করতে চান। যুক্ত হতে চান কোনো ক্লাবের সঙ্গে।

রোনালদোর ক্লাব আল নাসরের ১৭২৭ কোটি টাকার প্রস্তাবে 'না' জিদানের

প্যারিস ঃ রুডি গার্সিয়া আল নাসর কোচের চাকরি ছাড়ার আগে গুঞ্জনটি তৈরি হয়েছিল। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'মার্কা' গত এপ্রিলে জানিয়েছিল, রুডি গার্সিয়ার জায়গায় জিনেদিন জিদানকে আনতে চায় সৌদি আরবের ক্লাবটি। এবার জানা গেল, সত্যিই জিদানকে কোচ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল আল নাসর। ফরাসি কিংবদন্তি তাতে রাজি হননি। দলবদল নিয়ে নির্ভরযোগ্য ফরাসি সংবাদমাধ্যম 'ফুট মেরকাতো' কাল খবরটি প্রকাশ করেছে। দুই বছর আগে রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার পর থেকেই ডাগআউটে দেখা যাচ্ছে না জিদানকে। মাঝে গুঞ্জন উঠেছিল জিদানকে কোচ বানাতে চায় পিএসজি। আর কিংবদন্তি নিজে চান ফ্রান্স জাতীয় দলের কোচ হতে। কিন্তু দিদিয়ের দেশমের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর পর জিদানকে ফ্রান্স কোচ হওয়ার স্বপ্ন বিসর্জন দিতে হয়। জুভেন্টাসও নাকি তাঁর প্রতি আগ্রহী। মাসিমিলিয়ানো আলেগ্রিকে বাদ দিয়ে নিজেদের সাবেক খেলোয়াড়কে ডাগআউটে নিয়ে এসে ইতালিয়ান ক্লাবটি নাকি নতুন প্রকল্প হাতে নিতে চায়। এর মধ্যেই জিদানের দিকে দৃষ্টি দেয় আল নাসর। ফুট মেরকাতোয় সান্তি আওনার লেখা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফ্রান্সকে ১৯৯৮ বিশ্বকাপ জেতানো জিদানকে ২ বছরে ১৫ কোটি ইউরো (মুদ্রায় প্রায় ১ হাজার ৭২৭ কোটি ৬১ লাখ টাকা) পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল আল নাসর। কিন্তু ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ক্লাবের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন জিদান। রিয়াল মাদ্রিদকে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতানো জিদান ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের যেকোনো বড় একটি ক্লাবের দায়িত্ব নিতে চান, এমনটাই লেখা হয়েছে প্রতিবেদনটিতে। জিদান বিষয়ে ভিন্ন একটি খবর দিয়েছে ফ্রান্সের অনলাইন পোর্টাল 'গেট ফ্রেঞ্চ ফুটবল নিউজ'। সূত্র মারফত তারা জানিয়েছে, পিএসজি এখনো জিদানের প্রতি আগ্রহী। পরবর্তী কোচ হিসেবে তাদের পছন্দের তালিকায় জিদান নাকি শীর্ষে। ক্রিস্তফ গালতিয়েরের জায়গায় তাঁকে নিয়ে আসতে চায় ফরাসি ক্লাবটি।

২০২১ সালের ২২ মে রিয়ালের কোচ হিসেবে নিজের শেষ ম্যাচে ডাগআউটে দাঁড়িয়েছিলেন জিদান। এর পর থেকেই বেকার বসে আছেন রিয়াল কিংবদন্তি। ফরাসি সংবাদমাধ্যম 'আরএমসি স্পোর্ট'-এর সঞ্চালক এবং পিএসজির সাবেক খেলোয়াড় জেরোম রথেন মনে করেন, জিদানের মতো কোচের মাঠের বাইরে থাকা উচিত নয়। গত বৃহস্পতিবার তাঁর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিদানের জাতীয় দল সতীর্থ ও '৯৮ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিস্তোফ দুগারে। জিদানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।

দুগারে মনে করেন, জিদান বুঝেশুনেই ডাগআউটে ফিরতে সময় নিচ্ছেন। মনের মতো একটা ক্রীড়াপ্রকল্প পাওয়ার অপেক্ষায় তিনি। দুগারের যুক্তি, 'একজন কোচের কাছে কোচিং কোনো বিষয় নয়। তার সেই ইচ্ছাটা আছে এবং সেটা প্রকাশও করেছে। কিন্তু সে যেকোনো প্রস্তাব লুফে নেবে কেন?' দুগারে ব্যাখ্যা করেন, 'কোচ হিসেবে তার সাফল্য আছে। প্রায় প্রতিটি ধাপেই সে দারুণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু সে এমন কোনো ক্লাবে যোগ দিয়ে হারিয়ে যেতে পারে না, যে ক্লাবের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। যেখানে সে তার ফুটবল নিয়ে জ্ঞান বিলিয়ে দিতে পারবে না, ভালোবাসা জন্মাবে না, সেখানে সে যাবে কেন?'

সংক্ষিপ্ত ››

'মাছেলের ম্যাজিক' - 'মার্কিন ঘোষণার পরই কি বদলে গেল গাজীপুরের দৃশ্যপট?'

ঢাকা ঃ মাছেলের ম্যাজিক! এটি প্রধান শিরোনাম দৈনিক দেশ রুপান্তরের। লেখা হয়েছে, ফলাফলে চমক, স্বতন্ত্র প্রার্থী জায়েদা জিতেছেন ১৬ হাজার ১৯৭ ভোটে। নির্বাচন শেষে সাড়ে ৯ ঘন্টা পর ফলাফল ঘোষণা। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট। গাজীপুর সিটি নির্বাচন আছে শুক্রবার প্রায় সব সংবাদপত্রে। দৈনিক যুগান্তর লিখেছে নীরব ভোটে জায়েদার জয়। বলা হয়েছে এ ফলের মধ্য দিয়ে প্রথম কোনো নারী মেয়র পেলেন গাজীপুরবাসী। দৈনিক কালের কন্ঠ বলছে ভোট জমিয়ে জায়েদার জয়। তারা লিখেছে ভোট মানেই কেন্দ্র দখলের অভিযোগ, ধাওয়াধাওয়ি, কম ভোটার উপস্থিতিএই পরিস্থিতির বিপরীত চিত্র দেখা গেছে গাজীপুর সিটি নির্বাচনে। আর প্রথম আলোর খবর জাহাঙ্গীরের মা জায়েদা খাতুনই মেয়র। তারা লিখেছে সাধারণ গৃহিণী থেকে বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েই আলোচনায় আসেন ৬১ বছর বয়সী জায়েদা খাতুন। ভোটের প্রচারে নিজেকে জাহাঙ্গীরের মা হিসেবেই পরিচয় দিয়েছেন তিনি। Mother wins for son as AL bastion falls in Gazipur - ইংরেজি দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের শিরোনাম এটি। তারা লিখেছে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আজমত উল্লাহর বিপক্ষে বেশ বড় ব্যবধানেই জয় পেয়েছেন অপরিচিত মুখ জায়েদা খাতুন। এছাড়া সবকয়টি পত্রিকা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটের কথাই লিখেছে। মানবজমিনের শিরোনাম - জাহাঙ্গীরের ছায়ার কাছেই হেরে গেলেন আজমত। তবে পেছনের পাতায় তারা শিরোনাম করেছে মার্কিন ঘোষণার পরই কি বদলে গেল গাজীপুরের দৃশ্যপট? এই খবরটিতে খবরে বলা হয়, নির্বাচন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর অবস্থান ঘোষণার পরদিনই দেশের বৃহত্তম সিটি করপোরেশনের ভোটগ্রহণ হয়। অন্যান্য নির্বাচনের মতো ইভিএম নিয়ে জটিলতা চোখে পড়ে। এরপরও ভোটাররা সুন্দরভাবে ভোট দিয়েছেন। গাজীপুরের প্রবীণ রাজনীতিবিদ ফজলে হোসেন বলেন, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা অবশ্যই একটা দলের জন্য দেশের জন্য ক্ষতিকর। নির্বাচন নিয়ে যেহেতু কথা উঠেছে এর একদিন পরেই সরকার প্রমাণ দিলো তাদের অধীনে উদাহরণ হওয়ার মতো ভোট হওয়া সম্ভব। গাজীপুরে এত সুন্দর নির্বাচন আগে হয় নাই। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ছাড়াও বাংলাদেশকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি খবরের শিরোনাম হয়েছে।

হজ, ওমরাহ পালনে গিয়ে নিখোঁজ হওয়াসহ যেসব সমস্যায় পড়েন অনেকে

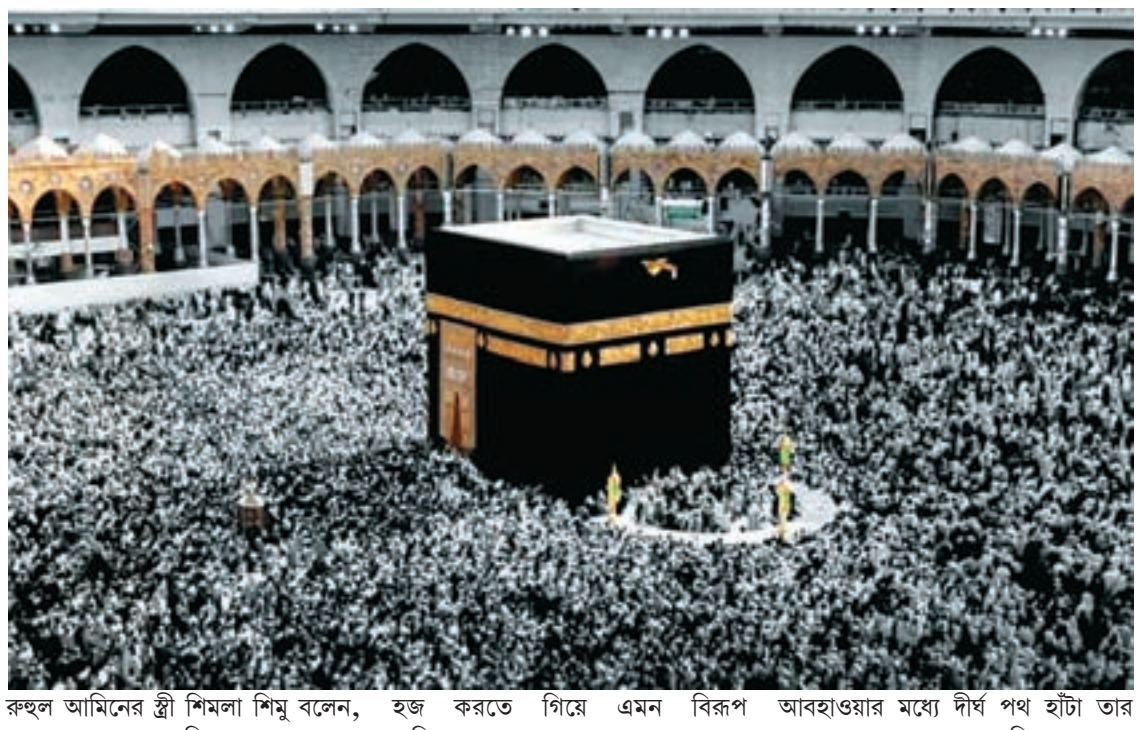

রিয়াদ (ওয়েবডেস্ক)ঃ সৌদি আরবে ওমরাহ পালন করতে গিয়ে গত ১০ইমে মক্কার মসজিদ আল হারাম থেকে হারিয়ে যান ৫৭ বছর বয়সী জাহানারা বেগম। মেয়ের সাথে নামাজ পড়তে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে দলছুট হয়ে যান ফেনীর চাড়িপুর এলাকার এই বাসিন্দা।

টানা তিন দিন মসজিদ প্রাঙ্গণ, হজ ক্যাম্পে ব্যাপক খোঁজাখুজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। পরে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকেই তিনি উদ্ধার হন।

সৌদি আরবে অবস্থানরত নিখোঁজের জামাতার ফেসবুক মেসেঞ্জারে একটি অপরিচিত আইডি থেকে কল আসে। সেখানে জাহানারা বেগমের খোঁজ জানানো হয়।

নিখোঁজের আরেক জামাতা মোহাম্মদ হারুণ বিবিসি বাংলাকে বলেন, হারিয়ে যাওয়ার সময় তার সাথে মোবাইল, পরিচয়পত্র কিছুই ছিল না। কারও ফোন নম্বরও মুখস্ত রাখেননি।

জাহানারা বেগম মসজিদের ভেতরে দায়িত্বরত বাংলাদেশি কর্মীদের সাহায্য নিয়ে মেয়েকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এতো বড় প্রাঙ্গণে কারও খোঁজ করা অনেকটা খড়ের গাদায় সুঁই খোঁজার মতো।

পরে বাংলাদেশি এক ব্যক্তি তার মেয়ের জামাইয়ের নাম ফেসবুকে সার্চ দিয়ে খোঁজ বের করে।

জাহানারা বেগমের হারিয়ে যাওয়ার এই বিজ্ঞপ্তি ফেসবুকের কয়েকটি গ্রুপে দেখা গিয়েছে। প্রতিনিয়ত এ ধরণের অসংখ্য নিখোঁজ সংবাদ পোস্ট হতে দেখা যায়।

সিলেটের কুলাউড়ার বাসিন্দা সৌদ আল আরেফিন পাপলু গত ৮ই মে মসজিদ আল হারামে তাওয়াফ করার সময় প্রচন্ড ভিড়ে ভাই ও মায়ের থেকে আলাদা হয়ে যান। তার কাছেও ফোন, ঠিকানা, কাগজপত্র কিছুই ছিল না।

মি. সৌদ দীর্ঘদিন ধরে ডিমেনশিয়া রোগে ভোগায় খুব দ্রুত সবকিছু ভুলে যেতেন। এ কারণে তার নিখোঁজ থাকার ছয় দিন বেশ দুশ্চিন্তায় ছিল পরিবার।

পরে তারা ফেসবুকের বিভিন্ন গ্রুপে নিখোঁজের সন্ধানে পোস্ট দেয়। ওমরাহ করতে যাওয়া এক দম্পতি তাকে মসজিদ প্রাঙ্গনে ঘুরোঘুরি করতে দেখে পরিবারের নম্বরে যোগাযোগ করে তার অবস্থান সম্পর্কে জানান।

মি. সৌদের মামাতো ভাই আবুল কামাল রাসেল জানান, মক্কা শরীফে লাখ লাখ মানুষ ঘুরে। কেউ হারিয়ে গেলে তাকে সাহায্য চাইতে হবে, তাহলে খোঁজ পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার ভাই সব ভুলে যায়। সে কাউকে বলতেও পারে নাই যে হারিয়ে গিয়েছে। এজন্য আমরা পুলিশকে জানিয়েছি, নিজেরা খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। এরপর আমরা ফেসবুকে পোস্ট দেই। সেই পোস্ট দেখেই একজন আমাদের জানিয়েছে।

তবে ভিন্ন ধরণের ঘটনা ঘটেছে রুহুল আমিনের সঙ্গে। তিনি ছয় বছর ধরে সৌদি আরবের দাম্মাম শহরে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। পিরোজপুরের এই বাসিন্দা গত মাসে তার পরিবারকে জানান যে তিনি ওমরাহ পালন করতে যাবেন।

এরপর টানা ১৪ দিন রুহুল আমিনের আর কোন খোঁজ পাননি পরিবার।

রুহুল আমিনের স্ত্রী শিমলা শিমু বলেন, আমাদেরকে ফোন দিয়ে বলল ওমরাহ করতে যাবে। তারপর দুইদিনচারদিন করে ১৪ দিন চলে যায় কোন খোঁজ নাই। ফোন বন্ধ। আমার দুটা সন্তান দিন রাত কাঁদে। একবার তো মনে হয়েছিল, বেঁচে আছে না মারা গেছে। যাদের সাথে কাজ করে তাদের নাম্বারও জানি না। টেনশনে কেউ ঘুমাইনি। পরে ১৫ দিনে ওনার ফোন পাই।

পরে তিনি স্বামীর কাছে জানতে পারেন, দাম্মাম থেকে মদিনা যাওয়ার পথে পাসপোর্ট ও কাগজপত্রে জটিলতা থাকায় তিনি ইমিগ্রেশনে আটকা পড়েন। পরে তার ফোন জব্দ করে জেদ্দা কারাগারে ১৪ দিন রাখা হয়।

কারাদণ্ড শেষে সৌদি কর্তৃপক্ষ তাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন।

আবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন অনেক ভিডিও রয়েছে যেখানে নয় মাস ধরে হজযাত্রীর কোন খোঁজ না পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা চাইছেন স্বজনরা।

বাংলাদেশ থেকে হজের আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে গিয়ে এভাবে হারিয়ে যাওয়া, অসুস্থতা, প্রতারিত হওয়াসহ নানা বিড়ম্বনার মুখে পড়েন হজযাত্রীরা। গত বছর ওমরাহ পালন করতে গিয়ে ১২৩ জন বাংলাদেশি মারা যান এবং অসংখ্য ওমরাহযাত্রী সৌদি আরবে হারিয়ে যান বলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে জানান জেদ্দায় বাংলাদেশ হজ অফিসের কাউন্সিলর।

তেইশে জানুয়ারি লেখা ওই চিঠিতে হজযাত্রীদের হারিয়ে যাওয়া প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং এসব বিষয়ে সক্ষমতা বাড়াতে সহযোগিতা চাওয়া হয়।

তবে হজ বা ওমরাহ পালন করতে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া সমস্যা এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানিয়েছেন, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ অধিশাখার উপসচিব ড. মোহাম্মদ মঞ্জুরুল হক।

তার মতে, হজে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা খুব কম। কারণ হজে যাওয়ার সময় সবার গলায় বাধ্যতামূলকভাবেই প্রয়োজনীয় ফোন নম্বর ও ঠিকানা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। সাধারণত ওমরাহ করতে গিয়েই হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা বেশি ঘটে।

তিনি জানান, হারিয়ে যাওয়া নিয়ে মানুষ এখন আগের চাইতে অনেক সচেতন হয়েছে। কেননা এ নিয়ে হাজিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ৪৪ জন হাজির জন্য একজন গাইড থাকেন। তাদের নির্দেশনা দেয়া থাকে যেন কোন হাজি একাকি কোথাও না যান। এই গাইডরা হাজিদের সবার সমস্যার সমাধানে কাজ করেন। তার দ্বারা সম্ভব না হলে মিশন অফিস প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।

কেউ হারিয়ে গেলে তাকে যদি মক্কার ইব্রাহিম খলিল রোডে বাংলাদেশ হজ অফিস কিংবা মদিনার কিং ফাহাদ ২১ নম্বর গেইটের কাছে বাংলাদেশের হজ অফিসে আনা হয় তাহলে সেখানকার আইটি বিভাগ তার পরিচয় বের করে ঠিকানা মতো পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে বলে তিনি জানান।

হারিয়ে যাওয়া ঠেকাতে সব সময় দলের সাথে যুক্ত থাকা এবং গলায় ঝোলানো ব্যাগে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ফোন নম্বর রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। বয়স্ক কাউকে নিয়ে হজে গেলে ভিড়ের মধ্যে তারা যেন দলছুট হয়ে না যান সেদিকে সজাগ থাকতে বলেছেন।

কয়েকজন হজযাত্রী, ওমরাহ পালনকারী এবং ভুক্তভোগীরা বলছেন, কেউ হারিয়ে গেলে কোথায় অপেক্ষা করতে হবে এমন একটি জায়গা আগে থেকেই ঠিক করে রাখলে দুশ্চিন্তা এড়ানো যায়।

সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে হজ পালন করতে গিয়ে নানা ভোগান্তিতে পড়ার অভিযোগ করেন হাজিরা।

এ নিয়ে বাংলাদেশি হজযাত্রীদের বড় অভিযোগের জায়গা হল বিভিন্ন হজ এজেন্সি তাদেরকে এক ধরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে যান। পরে গিয়ে দেখেন উল্টো চিত্র।

হজ করতে গিয়ে এমন বিরূপ অভিজ্ঞতার কথা জানান আবুল কালাম। তিনি বলেন, হাজিরা চান তাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মক্কায় থাকার সময় কাবা শরীফে পড়তে আর মদীনায় থাকলে মসজিদে নববীতে পড়তে। এজন্য তারা চান হোটেল যেন হাঁটার দূরত্বে হয়। এজন্য এজেন্সিগুলো বেশি টাকা চার্জ করে। কিন্তু গিয়ে দেখা যায় যে ক্যাম্প থেকে মসজিদ এতোই দূরে যে হেঁটে যাওয়ার উপায় নাই। তার মধ্যে নোংরা পরিবেশ, পানি না থাকা, নোংরা টয়লেটের সমস্যা তো থাকেই। এজেন্সিগুলো এই হজ নিয়েও ব্যবসা করে। এ বিষয়ে সরকারের সুনজর থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

এক্ষেত্রে কোন এজেন্সির মাধ্যমে হজে গেলে সেটি বাংলাদেশের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত বৈধ এজেন্সি কিনা এবং ওই এজেন্সির বিরুদ্ধে সে।দি হজ মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ রয়েছে কিনা, তা যাচাই করার পরামর্শ দিয়েছে হজ মিশন। ওই এজেন্সির মাধ্যমে আগে যারা হজ বা ওমরাহ করেছেন, তাদের কাছ থেকে সার্ভিস সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া যেতে পারে।

তবে কোনোভাবেই দালাল বা বেনামী মোয়াল্লেমের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ না হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

এজেন্সিগুলো বিভিন্ন দামে নানা ধরণের হজ প্যাকেজ সুবিধা দিয়ে থাকে এক্ষেত্রে প্যাকেজের টাকা দেখে নয় বরং সার্ভিস দেখে বেছে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এজেন্সির মাধ্যমে হজ আদায় করা ব্যক্তিরা।

তারা বলছেন, হজ প্যাকেজে থাকা, খাওয়া, বিমান ভাড়া সব সুবিধাদি আছে কিনা তা যাচাই করে প্যাকেজ নির্বাচন করতে হবে।

তাদের মতে, কম টাকার প্যাকেজে অনেক জরুরি সার্ভিস বাদ পড়তে পারে আবার প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এছাড়া হজ গাইড বা মোয়াল্লেম এজেন্সির পক্ষ থেকে কী ধরণের সেবা দেবেন এবং অতিরিক্ত সেবা বাবদ কতো খরচ নেবেন সেটি লিখিত রাখলে পরবর্তী বিড়ম্বনা এড়ানো যায়।

মক্কা বা মদীনায় যেখানে থাকবেন সেই হোটেল, ক্যাম্প বা বাসা কি ধরণের, মসজিদ থেকে কত দূরে, লিফট আছে কি না, একেক কক্ষে কতজন থাকবেন, একটি টয়লেট কতজনের সঙ্গে শেয়ার করতে হবে সে বিষয়ে পরিস্কার ধারণা নিয়ে যেতে হবে। এমন পরামর্শ দিয়েছেন হজ পালনকারীরা।

সৌদি আরবে পোঁছে তিন বেলা খাবার দেওয়া হবে কি না, খাবার না দিলে কোথায় কি ধরণের খাবার পাওয়া যাবে, কতো খরচ পড়বে সে বিষয়ে ধারণা রাখার পরামর্শ তারা দেন

হজ ক্যাম্পে বাংলাদেশী হাজিদের খাবার হিসেবে সাধারণত ভাত দেয়া হয়। এতো ভাত খাওয়ার কারণে অনেক যাত্রীর ব্লাড সুগার বেড়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে তাদের বিকল্প খাবার যেমন রুটি, সবজি, শুকনো খাবার পরামর্শ দেয় হজ মিশন।

এ ব্যাপারে হজ অধিশাখার উপসচিব ড. মোহাম্মদ মঞ্জুরুল হক বলেন, এজেন্সির বিরুদ্ধে আগেও অভিযোগ ছিল, তবে এখন পরিস্থিতি বদলাচ্ছে।

তিনি জানান, এজেন্সির সার্বিক সেবা নজরদারির জন্য মক্কা ও মদিনায় বাংলাদেশের মিশনের কয়েকটি দল কাজ করে থাকে।

এজেন্সি হাজিদের যেখানে রাখবে সেটার তালিকা মিশনকে দেয়। পরে মিশন থেকে একটি দল সরেজমিনে গিয়ে থাকা খাওয়ার পরিস্থিতি পরিদর্শন করে। এরপর হাজি ও মোয়াল্লেমের সঙ্গে কথা বলে মক্কার কাউন্সিল অফিসের কাছে রিপোর্ট জমা দেয়।

সেবা ঠিকঠাক মতো না থাকলে বা কোন অভিযোগ থাকলে মিশনের পক্ষ থেকে নাহলে সৌদি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সেটা তাৎক্ষণিক সমাধান করা হয় বলে জানান মি. হক।

কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের জন্য মক্কা ও মদিনায় স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা আছে।

এদিকে হজ ও ওমরাহ সফরে বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যে দীর্ঘ পথ হাঁটা তার ওপর প্রচুর মানুষের ভিড় থাকায় অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এজন্য মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতা থাকা জরুরি বলে মনে করেন হজ পালনকারীরা।

এরপরও কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের জন্য মক্কা ও মদিনায় মিশন অফিসে স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা আছে বলে জানান ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ অধিশাখার উপসচিব ড. মোহাম্মদ মঞ্জুরুল হক।

রোগীর পরিস্থিতি গুরুতর মনে হলে চিকিৎসকরা বড় হাসপাতালে রেফার্ড করে থাকেন।

এর বাইরে মক্কা মদিনায় মিনা, মুজদালিফা, আরাফাতে ক্লিনিক ও হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়। হাজিদের জন্য সব স্বাস্থ্যসেবা এমনকি অ্যাম্বুলেন্স সেবাও বিনামূল্যে দেওয়া হয়ে থাকে। তবে কোন হজযাত্রীর যদি নিয়মিত কোন ওষুধ খেতে হয় তাহলে যতোদিন সফরে থাকবেন সেই হিসেব করে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সাথে রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে সরকারি হজ নির্দেশিকায়। কেননা ওই দেশে কেউ ফার্মেসি থেকে চাইলেই ওষুধ কেনা যায় না। এজন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র দেখাতে হয়। যেকোন ধরণের বিভ্রান্তি এড়াতে হজের সার্বিক আনুষ্ঠানিকতা, কোথায় কী করতে হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন হজ পালনকারীরা।

এ নিয়ে সরকারি নির্দেশিকা সাথে রাখা যেতে পারে। এছাড়া আগে হজ পালন করেছেন, এমন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে প্রাথমিক ধারণা নিয়ে গেলেও অনেক সমস্যা থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

এদিকে হজ ও ওমরাযাত্রীদের হারিয়ে যাওয়া ঠেকাতে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠানো চিঠিতে কিছু সুপারিশ তুলে ধরেছেন জেদ্দায় বাংলাদেশ হজ অফিসের কাউন্সিলর।

এরমধ্যে রয়েছে, ওমরাহযাত্রীদের গ্রুপভিত্তিক সৌদি আরবে পাঠানো।

মক্কা, মদিনার রাস্তাঘাট চেনেন, আরবি ভাষা বোঝেন, যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষমতা রয়েছেন এমন দক্ষ গাইড সঙ্গে রাখা। যারা হজ বা ওমরাহ পালন করবেন, তাদের প্রত্যেকের সাথে স্থায়ী ঠিকানা, জরুরি যোগাযোগের মোবাইল নম্বর, মক্কামদিনায় আবাসিক হোটেলের ঠিকানা, পাসপোর্টের ফটোকপি, ছবিসহ আইডি কার্ড সার্বক্ষণিক সঙ্গে রাখা।

পাসপোর্ট সাবধানতার সাথে সংরক্ষণ করা। কোন কারণে পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ হজ অফিসে যোগাযোগ করা এক্ষেত্রে জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল থেকে ট্রাভেল পারমিট গ্রহণ করা যেতে পারে।

এছাড়া হজ বা ওমরাহযাত্রী মারা গেলে মরদেহ সৌদি আরবে দাফন কিংবা দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার উপায়ও চিঠিতে জানিয়েছেন হজ কাউন্সিলর।

সৌদি আরবে আসার সময় ব্যাগ গোছানোর সময় ইহরাম, প্রয়োজনীয় কাপড়, গামছাসহ কয়েকটি জিনিষ রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে হজ নির্দেশিকায়।

সেগুলো হল ঃ সাবান, পেস্ট, ব্রাশ, মিসওয়াক, নেইলকাটার, সুই সুতা, কাগজ কলম, চিরুনি, খাবার বাসন, গ্লাস ইত্যাদি কেননা এগুলো হোটেল থেকে সরবরাহ নাও করা হতে পারে।

এক সেট শীতের কাপড় রাখতে হবে, কেননা মদীনায় রাতে ঠান্ডা পড়ে।

চশমা পড়লে অতিরিক্ত এক সেট চশমা রাখা নিরাপদ, চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রসহ প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, সাথে সৌদি রিয়েল ও বাংলাদেশি টাকা রাখতে পারেন।

ব্যাগ বা স্যুটকেস তালাবদ্ধ রাখা ভালো। ব্যাগের ওপরে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও পাসপোর্ট নম্বর লিখে রাখতে হবে।

তবে হাতের ব্যাগে বাড়তি কিছু কাপড়, ইহরাম, চশমা, ওষুধপত্র ও প্রসাধনী রাখতে পারেন। কারণ অনেক সময় লাগেজ পেতে দেরী হয়। অনেকে লাগেজ না পেয়ে পুরো হজযাত্রায় ভিষণ ভোগান্তিতে পড়ার কথা জানান।

টুকরো খবর

গাজীপুর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আজমত উল্লাহকে হারিয়ে জায়েদা খাতুনের চমক

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী জায়েদা খাতুন। আওয়ামী লীগ প্রার্থী আজমত উল্লার সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের শেষে ১৬ হাজার ১৯৭ ভোটের ব্যবধানে জয় পেয়েছেন তিনি। ৪৮০টি কেন্দ্রের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আজমত উল্লা পেয়েছেন ২ লাখ ২২ হাজার ৭৩৭ ভোট আর স্বতন্ত্র প্রার্থী জায়েদা খাতুন পেয়েছেন ২ লাখ ৩৮ হাজার ৯৩৪ ভোট। এবারের নির্বাচনে মোট মেয়র প্রার্থী ছিলেন আটজন। মাঝরাতে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় গাজীপুরের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম ও জায়েদা খাতুনের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে এই নির্বাচনে 'নৌকা জিতেছে আর ব্যক্তি হেরেছে।' আমি এর আগে মেয়রের দ্বায়িত্ব পালন করেছি। আমি আমার সকল অভিজ্ঞতা দিয়ে নগরবাসীর জন্য ভালো কাজগুলো করতে সহায়তা করতে চাই। গাজীপুরের সাবেক মেয়র ও সাবেক আওয়ামী লীগ প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলমের মা জায়েদা খাতুন এবারের নির্বাচনের আগে হঠাৎই আলোচনায় আসেন তার ছেলে জাহাঙ্গীর আলমের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যাওয়ার পর। ফলাফলে এগিয়ে থাকার খবর পেয়ে জায়েদা খাতুনের সমর্থকরা ভিড় করেন বঙ্গতাজ

অডিটোরিয়ামের সামনে। ভোট গ্রহণ শেষ হবার পর প্রাথমিক ফলাফল থেকে এই দুই প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। গাজীপুরের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র ঘুরে সংবাদদাতারও মনে হয়েছেন সেখানে মূলত আজমত উল্লা এবং জায়েদা খাতুনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে । নির্বাচনে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এর আগে নির্বাচনের পরিবেশে নিয়ে ভোটারদের মধ্যে কোনও অভিযোগ না থাকলেও ইভিএম নিয়ে বেশ ক্ষোভ দেখা যায় কেন্দ্রগুলোতে। অনেকেই বলেছেন ইভিএমে ভোট দিতে গিয়ে অনেকের আঙুলের ছাপ মিলতে দেরি হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে থাকা প্রিজাইডিং অফিসাররাও কিছু কেন্দ্রে টেকনিক্যাল সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। এছাড়া যারা ভোটার তাদের অনেককে বিশেষ করে বয়স্কদের ইভিএম এর ব্যবহার বুঝাতেও সময় লেগেছে বলে ভোট গ্রহণে ধীরগতি ছিল বলে জানান কর্মকর্তারা। আর ভোটগ্রহণ ধীরগতিতে এগুনোর কারণে অনেক কেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। যদিও ভোটকেন্দ্রে থাকা ভোটাররা বিকাল চারটার মধ্যে ভোট দিতে পারেননি তবে তাদের সবাই ভোট নেওয়ো হয়েছে বলে জানা গেছে। গাজীপুরে এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে কোনো প্রার্থী দেয়নি বিএনপি। তবে বিএনপির বেশ কয়েকজন স্থানীয় নেতা কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সংবাদদাতারা জানিয়েছেন হাতপাখা ও নৌকা ছাড়া অন্যান্য প্রার্থীদের এজেন্ট ভোটকেন্দ্রে খুব কম দেখা গেছে। এজেন্টদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মেয়র প্রার্থী শাহনুর ইসলাম রনি। তারা রীতিমতো এমন ভয় পেয়ে গেছেন। একজন রাত্রিবেলা বাসা থেকে বের হয়ে গেছে, তার স্ত্রীসন্তান আছে ঘরে। উনি অন্য মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছেন যে নিরাপদে আছেন কিন্তু এজেন্ট আর থাকতে পারছেন না বলেন শাহনুর ইসলাম। টঙ্গিসহ গাজীপুরের অধিকাংশ জায়গায় এজেন্টদের ভয় দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। অন্যদিকে সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম, যার মা স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী জায়েদা খাতুন। মি. আলম ভোট দেয়া শেষে বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের মাঠে থাকবেন। অনেকেই গোপনে হুমকি দেয়ার চেষ্টা করেছে তাতে কিছু আসে যায় না। সরকার ও নির্বাচন কমিশন বলেছে তারা এই ভোটটা সুষ্ঠু করবে শেষ পর্যন্ত দেখবো। ইভিএমে ভোটগ্রহণে ধীরগতির প্রসঙ্গে মি.আলম বলেন অনেকে হয়তো কৌশল অবলম্বন করবে, ভোটতো চারটায় শেষ। আমরা মনে করি তারা এটা তাড়াতাড়ি রেজাল্ট দিতে পারে। আমরা দেখবো এটা কি তারা রাতে দেয় নাকি দিনে দেয়। সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করবো। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, এই নির্বাচনে ৪৮০টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে প্রায় ৩৫১টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা করেছিল। পরে সেগুলোর নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য পুলিশের পাশাপাশি আনসার মোতায়েন করা হয়েছে। একইসাথে সিসিটিভি ক্যামেরাও লাগানো হয়। গাজীপুর নির্বাচনে মোট আট জন প্রার্থী মেয়র পদের জন্য প্রতিযোগিতা করছেন। এই নির্বাচনে মোট ভোটার ১১ লাখ ৭৯ হাজারের বেশি। নির্বাচন পরিচালনায় থাকছেন ৪৭৯ জন প্রিজাইডিং অফিসার, প্রায় সাড়ে তিন হাজার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, প্রায় সাত হাজার পোলিং অফিসার এবং প্রায় ১২ হাজার ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা। এদিকে গাজীপুরে এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে কোনো প্রার্থী দেয়নি বিএনপি। দলটি বলছে, ২০১৮ সালের অভিজ্ঞতা থেকে তারা এ সরকারের অধীনে সব ধরনের নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে দেশের ৫টি সিটি করপোরেশনের নির্বাচন রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে বলেই মনে করেন অনেকে। তফসিল অনুযায়ী দেশের ৫টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে গাজীপুরের নির্বাচনের পর আগামী ১২ই জুন খুলনা ও বরিশাল এবং ২১ শে জুন সিলেট ও রাজশাহী সিটিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
27:05:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতির পেছনে কারণ কী?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে কেউ বাধা দিলে তার বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞার যে হুমকি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সেটি নিয়ে এখন আলোচনা তুঙ্গে। নির্বাচনের আট মাস আগেই আমেরিকা কেন এ ধরণের হুশিয়ারি দিল? কেউ কেউ একটু এগিয়ে এমন প্রশ্নও করছেন যে এর পেছনে কি বাংলাদেশে একটি অবাধসুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন দেখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাঙ্খাই ভাঙ করেছে, নাকি এর পেছনে আরো কোন গভীর 'কৌশলগত' হিসেবনিকেশও আছে? ওয়াশিংটনভিত্তিক উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়ান ইন্সটিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, এটা বেশ কঠোর একটা সিদ্ধান্ত, এবং এখানে একটা খুবই স্পষ্ট বার্তা দেয়া হয়েছে। মার্কিন প্রশাসন এখন দেখবে নির্বাচন ঘনিয়ে এলে সেখানে কী ঘটে। মি. কুগেলম্যান বলছেন, তার মনে হচ্ছে যে জো বাইডেন প্রশাসনের গণতন্ত্র প্রসারের এজেন্ডার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে নেয়া হচ্ছে। তার কথায়, বাইডেন প্রশাসন একটা মূল্যবোধভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা জোরালোভাবে প্রয়োগ করছে।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথকে যুক্তরাষ্ট্রে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল - এফবিআই

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ১৯৮৩ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন তখন তাঁর উপর হত্যার হুমকি ছিল, এফবিআই প্রকাশিত সাম্প্রতিক কিছু নথিতে এমনটাই উঠে এসেছে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বা এফবিআই প্রয়াত রানির যুক্তরাষ্ট্র সফর ঘিরে বেশ কিছু গোপন নথিপত্র প্রকাশ করেছে।

এসব নথিতে দেখা যায়, আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি আইআরএ থেকে পাওয়া হুমকিতে অনেক উদ্বিগ্ন ছিল রাজপরিবারের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকা এফবিআই।

এই গুপ্তহত্যার হুমকিটা আসে সানফ্রান্সিসকোর এক পুলিশ অফিসারের কাছে।

নথি অনুযায়ী এই অফিসার যিনি নিয়মিত সান ফ্রান্সিসকোর একটি আইরিশ পাবে যেতেন, সেখানে পরিচিত হওয়া একজনের কাছ থেকে পাওয়া একটি ফোন কল সম্পর্কে তিনি গোয়েন্দাদের সতর্ক করে দেন।

এই পুলিশ কর্মকর্তা জানান, ঐ লোকটি তাকে বলেছে যে সে তার মেয়ে হত্যার প্রতিশোধ নিতে চায়, যে নর্দান আয়ারল্যান্ডে রাবার বুলেটে মারা গিয়েছে।

এই হুমকিটা এসেছিল ১৯৮৩ সালে ৪ই ফেব্রুয়ারি রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও তার স্বামী প্রিন্স ফিলিপের ক্যালিফোর্নিয়া আসার প্রায় মাস খানেক আগে।

সে রানি এলিজাবেথের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে এবং সেটা হতে পারে যখন গোল্ডেন গেট ব্রিজের নিচ দিয়ে রানির রাজকীয় ইয়ট ব্রিটানিয়া যাবে সে সময় উপর থেকে কিছু ফেলে, অথবা রানি যখন ইয়োসেমেতি ন্যাশনাল পার্ক পরিদর্শনে যাবে সে সময় তাকে হত্যার চেষ্টা করবে, নথিতে বলা হয়েছে।

এই হুমকির প্রেক্ষিতে সিক্রেট সার্ভিস ইয়ট কাছাকাছি আসতেই গোল্ডেন গেট ব্রিজে হাঁটার রাস্তা বন্ধ করে দেয়। আর ইয়োসেমেতি পার্কে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল সেটা অবশ্য পরিস্কার নয়, তবে রানি সেখানে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কি না সে ব্যাপারে অবশ্য এফবিআই কিছু প্রকাশ করেনি।

তথ্য অধিকার আইনে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু গণমাধ্যম আবেদন করলে ১০২ পৃষ্ঠার এই গোপন নথি এফবিআইয়ের তথ্য ওয়েবসাইট টু দ্য ভল্টে আপলোড করা হয়।

১৯৮৩ সালের এই সফরসহ যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়াত রানির অনেকগুলো সফরের সময়েই নর্দান আয়ারল্যান্ড সঙ্কট ঘিরে উত্তেজনা বিরাজ করেছে।

১৯৭৬ সালে রানি নিউইয়র্কে এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ২০০ বছর পূর্তি উৎসবে যোগ দিতে। নথিতে উঠে এসেছে সে সময় কীভাবে এক পাইলটকে ব্যাটারি পার্কের উপর দিয়ে এক ছোট বিমান উড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, যে বিমানে ঝোলানো থাকবে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ত্যাগ কর এমন লেখা।

ফাইলে বলা হয়েছে সে সময় এটি রানির উপর একটি সত্যিকারের হুমকি বিবেচনা করে সর্বোচ্চ সতর্কবস্থায় ছিল এফবিআই।

রানি এলিজাবেথ ও প্রিন্স ফিলিপের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৭৯ সালে রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ডের কাউন্টি স্লিগোতে আইআরএর বোমা হামলায় মারা যান।

১৯৮৯ সালে কেন্টাকিতে রানির এক ব্যক্তিগত সফর সামনে রেখে এফবিআই সে সময় এক মেমো দিয়েছিল, যাতে বলা হয় ব্রিটিশ রাজপরিবারের বিরুদ্ধে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি (আইআরএ) থেকে হুমকি এখনো আছে। বলা হয় বোস্টন এবং নিউইয়র্ককে অনুরোধ করা যাচ্ছে আইআরএ অধ্যুষিত এলাকা এবং লুইসভিলের দিকে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের বিরুদ্ধে যে কোন হুমকি ঘিরে সতর্ক থাকতে। রানির নিজের রেসের ঘোড়া ছিল, তিনি তার জীবদ্দশায় কেন্টাকিতে কয়েকবার এসেছেন কেন্টাকি ডার্বিসহ এখানকার অশ্বারোহী প্রদর্শনী দেখতে। ১৯৯১ সালের এক রাষ্ট্রীয় সফরে প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ বুশের সঙ্গে বাল্টিমোর ওরিয়লসের বেজবল খেলা দেখার কথা ছিল রানির।

সে সময় এফবিআই গোয়েন্দাদের সতর্ক করে দেয় যে স্টেডিয়ামে 'আইরিশ গ্রুপ' প্রতিবাদ করার পরিকল্পনা করেছে এবং 'একটা আইরিশ গ্রুপ গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের একটা বড় অংশের টিকিট কিনে নিয়েছে।' এফবিআই এনবিসি নিউজকে জানিয়েছে এ সপ্তাহে প্রকাশিত এই নথিগুলোর বাইরেও আরো কিছু তথ্য থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলো কবে প্রকাশ হবে সে ব্যাপারে কিছু জানায়নি তারা।

হিজাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে চায় কর্নাটক সরকার

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কর্নাটকে সদ্য ক্ষমতায় আসা কংগ্রেস সরকার জানিয়েছে তারা বিগত বিজেপি সরকারের আনা বেশ কিছু বিতর্কিত বিল প্রত্যাহার করতে চায় - যার মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধ করার মতো পদক্ষেপও আছে। এছাড়া ওই রাজ্যে ধর্মান্তরকরণ বিরোধী বিল, গোহত্যা বিরোধী বিলসহ যে সব আইন নিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক হয়েছে, সেগুলোও তুলে নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

কর্নাটকে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সিনিয়র সদস্য ও দলের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ছেলে প্রিয়াঙ্ক খাড়গে এক টুইটে জানিয়েছেন, পূর্বতন বিজেপি সরকারের আনা যে সব বিল রাজ্যের ভাবমূর্তিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে, লগ্নি

নিরুৎসাহিত করছে, কর্মসংস্থান তৈরি করছে না - এবং যেগুলো অসাংবিধানিক, ব্যক্তি অধিকারের লঙ্ঘন - সেগুলো পুনর্বিবেচনার জন্য সরকার দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

তিনি আরও জানান, কংগ্রেস এমন একটি কর্নাটক গড়ে তুলতে চায় যেখানে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য' থাকবে।

যদিও এই টুইটে নাম করে নির্দিষ্ট কোনও বিলের কথা উল্লেখ করা হয়নি, পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মি খাড়গে স্পষ্ট করে দিয়েছেন হিজাব নিষেধাজ্ঞা বিল বা ধর্মান্তরকরণ বিরোধী বিলের মতো সব বিতর্কিত আইনই তাদের রাডারে আছে।

এর ঠিক আগেই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ভারতীয় চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছিল, কর্নাটকে নতুন সরকারের 'অগ্রাধিকার' হওয়া উচিত রাজ্যের তিনটি বিতর্কিত বিল প্রত্যাহার করা। অ্যামনেস্টি ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে একটি পোস্টে বলা হয়, স্কুলকলেজে মুসলিম মেয়েদের হিজাব পরে যাওয়ার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা অবিলম্বে তুলে নেওয়া হোক।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মুসলিম ছাত্রীরা একদিকে তাদের মতপ্রকাশ ও ধর্মাচরণের অধিকার ও অন্য দিকে শিক্ষার অধিকার - এই দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে বলেও অ্যামনেস্টির পক্ষ থেকে মন্তব্য করা হয়।

এর পরই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, রাজ্যের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, এমন সব বিলই তারা পুনর্বিবেচনা করবে।

হিজাববিরোধী বিল সহ যে তিনটি আইন নিয়ে কর্নাটকে এখন আবার চর্চা হচ্ছে, সেগুলোকে ওই রাজ্যে বিজেপির রাজনৈতিক এজেন্ডার অংশ হিসেবেই এতদিন দেখা হয়ে এসেছে।

পর্যবেক্ষকরা অনেকেই মনে করেন, কর্নাটককে বিজেপি তাদের 'হিন্দুত্ব এক্সপেরিমেন্টে'র নতুন পরীক্ষাগার হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল এবং সেই প্রচেষ্টায় বড় হাতিয়ার ছিল এই তিনটি বিল। সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনের ফলাফলে অবশ্য দেখা গেছে কর্নাটকে বিজেপির সেই পরীক্ষানিরীক্ষা রাজনৈতিকভাবে সফল হয়নি - কংগ্রেসের কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়ে তারা রাজ্যের ক্ষমতা হারিয়েছে। এখন কংগ্রেস সরকার যখন ওই বিলগুলো প্রত্যাহারের ইঙ্গিত দিচ্ছে, বিজেপি কিন্তু এ ব্যাপারে সাবধানী অবস্থান নিতে চাইছে। দলের সিনিয়র এমপি লহর সিং সারোয়া আবার প্রশ্ন তুলেছেন, প্রিয়াঙ্ক খাড়গে কোন এক্তিয়ারে এই বিলগুলো পুনর্বিবেচনার কথা বলছেন? তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা উপমুখ্যমন্ত্রী নন, এমন কী দলীয় সভাপতিও নন!, টুইট করেছেন মি সারোয়া। হায়দ্রাবাদের এমপি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি আবার কর্নাটক সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি হিজাব নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ অসাংবিধানিক, এবং সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে অন্তত দুজন বিচারপতিও সে কথা মেনে নিয়েছিলেন।

কর্নাটক সরকার যত তাড়াতাড়ি এই বিলগুলো প্রত্যাহার করে, ততই মঙ্গল বলে মন্তব্য করেছেন মি. ওয়াইসি। প্রসঙ্গত, গত বছরের জানুয়ারিতে দক্ষিণ কর্নাটকের উদুপিতে একটি কলেজের মুসলিম ছাত্রীরা হিজাব পরে ক্লাসে আসার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ তাতে বাধা দিলে গোটা রাজ্য জুড়ে হিজাবকে কেন্দ্র করে পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।

এরপর কর্নাটকের তৎকালীন বাসবরাজ বোম্মাই সরকার স্কুলকলেজে হিজাব পরা নিষিদ্ধ করত আইন আনে, যা নিয়ে সারা দেশেই তীব্র বিতর্ক হয়েছিল। এ ছাড়া গত বছরের সেপ্টেম্বরে ওই রাজ্যের বিজেপি সরকার 'ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা বিল ২০২১' নামেও একটি আইন প্রণয়ন করে, যেটি 'ধর্মান্তরণ বিরোধী বিল' নামেই বেশি পরিচিত। সরকার তখন যুক্তি দিয়েছিল, জোর করে, লোভ দেখিয়ে বা জালিয়াতি করে যাতে কাউকে ধর্মান্তরিত না করা যায় সে জন্যই ওই বিল আনা হয়েছে এবং দোষীদের দশ বছর পর্যন্ত জেল ও এক লক্ষ রুপি জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। তবে কংগ্রেস এখন রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর এই বিলগুলোর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলেই মনে হচ্ছে।

রুশ সেনাদের হাতে বাখমুট হস্তান্তর, চলে যাচ্ছে ওয়াগনার

মাস্কো (এজেন্সী) ঃ ওয়াগনার প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছিলেন বাখমুটের দখল সম্পন্ন করে পহেলা জুনের মধ্যে তিনি শহরের নিয়ন্ত্রণ রুশ সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেবেন ।

কিন্তু তার সপ্তাহখানেক আগেই তিনি এখন বলছেন তার যোদ্ধারা বাখমুট থেকে চলে যেতে শুরু করেছে, এবং তাদের ঘাঁটিগুলো রুশ সৈন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

পরোক্ষভাবে তিনি বলতে চাইছেন বাখমুট এখন পুরোপুরি রাশিয়ার দখলে এবং তার কাজ আপাতত শেষ।

তবে মি. প্রিগোশিন বলেছেন, রুশ সৈন্যরা যদি বাখমুট ধরে রাখতে অপারগ হয় বা বড় কোনো বিপদে পড়ে, ওয়াগনারের যোদ্ধারা ফিরে আসবে।

কিন্তু ইউক্রেন দাবি করছে তাদের সৈন্যরা এখনও বাখমুটের বেশ কিছু এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে।

বাখমুটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াই ছিল এখন পর্যন্ত ইউক্রেন যুদ্ধের দীর্ঘতম এবং সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী লড়াই। দুপক্ষের হাজার হাজার যোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছে।

বাখমুটে রাশিয়ার পক্ষে প্রধানত লড়াই করেছে ওয়াগনার, এবং এ সপ্তাহেই মি. প্রিগোশিন বলেন তার ২০,০০০ যোদ্ধা বাখমুটে প্রাণ হারিয়েছে।

আমরা আজ বাখমুট থেকে আমাদের ইউনিটগুলো প্রত্যাহার করছি, বিধ্বস্ত ঐ শহরে দাঁড়িয়ে বৃহস্পতিবার টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রচারিত এক ভিডিও বার্তায় বলেন মি. প্রিগোশিন।

বিবিসি যাচাই করে দেখেছে ভিডিওটি ধারণ করা হয়েছে বাখমুট শহরের পূর্বে একটি ওষুধের দোকানের কাছ থেকে।

ভিডিওতে দেখা যায় মি. প্রিগোশিন - যিনি শনিবার ঘোষণা দেন ইউক্রেনের কাছ থেকে বাখমুট এখন পুরোপুরি তাদের দখলে - তার যোদ্ধাদের বলছেন অবশিষ্ট গোলাবারুদ রুশ সৈন্যদের জন্য তারা রেখে যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, অল্প কিছু ওয়াগনার যোদ্ধা সৈন্যদের সাহায্যে কাছাকাছি কোথাও থেকে যাবে।

যখন সৈন্যরা কোনো কঠিন সমস্যায় পড়বে, তারা (ওয়াগনার যোদ্ধারা) রুখে দাঁড়াবে, তিনি বলেন। সে সময় শোনা যায় যে তিনি তার যোদ্ধাদের সতর্ক করছেন তারা যেন রুশ সৈন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার না করে।

সম্প্রতি ওয়াগনার নেতা বাখমুটে তাকে যথেষ্ট সহযোগিতা না করার জন্য একাধিকবার রুশ সেনাবাহিনীর সিনিয়র কম্যান্ডারদের কঠোর সমালোচনা

করেছেন। গত মাসে তিনি এমন হুমকিও দিয়েছিলেন যে তাকে প্রয়োজনীয় গোলা সরবরাহ না করলে তিনি তার যোদ্ধাদের বাখমুট থেকে প্রত্যাহার করবেন।

ওয়াগনার শনিবার বাখমুটে বিজয় ঘোষণা করলেও ইউক্রেন এখনও স্বীকার করছে না যে শহরের পতন হয়েছে।

ইউক্রেনের উপপ্রধানমন্ত্রী হানা মালিয়ার বৃহস্পতিবার বলেন বাখমুটের উত্তরপশ্চিমের লিটাক মহল্লার অংশবিশেষ এখনও তাদের সৈন্যদের দখলে। শত্রুরা শহরতলী এলাকাগুলোতে ওয়াগনার যোদ্ধাদের প্রত্যাহার করে নিয়মিত সৈন্যদের মোতায়েন করছে, কিন্তু মূল শহরের ভেতর এখনও ওয়াগনার অবস্থান করছে, টেলিগ্রাম চ্যানেলে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন।

অনেক বিশ্লেষক বলছেন রাশিয়ার কাছে বাখমুটের সামরিক কৌশলগত গুরুত্ব তেমন নেই, কিন্তু শহরটি নিয়ে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে জেতার একটি প্রতীকী মূল্য রয়েছে। বাখমুটের যুদ্ধের রাশিয়ার পক্ষে মূলত লড়াই করেছে ওয়াগনার, এবং মি. প্রিগোশিন ইউক্রেন যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ একজন হয়ে উঠেছেন।

তিনি ওয়াগানারের পক্ষে লড়াই করার শর্তে রাশিয়ার বিভিন্ন কারাগার থেকে হাজার হাজার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ছাড়িয়ে এনে স্বল্প প্রশিক্ষণ দিয়ে রণাঙ্গনে মোতায়েন করেন। এ সপ্তাহেই তিনি বলেন যে ২০০০০ ওয়াগনার যোদ্ধা বাখমুটে মারা গেছে তারা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ছিল।

এ মাসের গোড়ার দিকে, যুক্তরাষ্ট্র বলে তাদের বিশ্বাস বাখমুট যুদ্ধে ২০,০০০ রুশ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৮০,০০০। বিবিসি অবশ্য এসব পরিসংখ্যান নিরপেক্ষ সূত্রে যাচাই করতে পারেনি। বাখমুট দখলের রুশ দাবি সঠিক হলে রাশিয়া ইউক্রেনে তাদের সামরিক কৌশল অর্জনের আরও কাছাকাছি চলে যাবে, কারণ এই শহরটি দখলে আনতে পারলে পুরো দোনেৎস্ক অঞ্চল তাদের করায়ত্ত হবে। বাখমুটে লড়াই শুরু হওয়ার এখানে ৭০,০০০ মানুষের বসবাস ছিল। লবণ, জিপসাম এবং ভালো মদ উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ এই শহরটি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, এবং মাত্র কয়েক হাজার মানুষ সেখানে অবশিষ্ট রয়েছে।